NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রাজ্যে দু'কোটির বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

হঠাৎ ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক সরকার ! হতাশাগ্রস্ত সংখ্যালঘু সমাজ ২

কলকাতা ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.12.2025, Vol.19, Issue No. 172, 8 Pages, Price 3.00

ফর্মের আপলোডে সময়সীমা বৃদ্ধির সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে বিশেষ পর্যবেক্ষণ উঠে আসে। কর্নাটকে এসআইআর-এর সময়সীমা আরও বাড়ানোর জন্য বিবেচনা করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, এর মূল সময়সীমা ছিল ৪ ডিসেম্বর, যা বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এদিকে কর্নাটকে স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৯ ও ১১ ডিসেম্বর, আর গণনা হবে ১৩ ডিসেম্বর। আর এখানেই বেঞ্চের মন্তব্য, নির্বাচনী কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের ফর্ম আপলোড করার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'সময় বাড়ানো উচিত। এতে যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা সুযোগ পান।'

এদিকে আইনজীবী কপিল সিব্বল ও অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি এসআইআর-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সিঙ্ঘভির বক্তব্য, জুন মাসের আগে ১১টি নথি ছিল না, পরে নতুন নিয়ম আনা হয়েছে। পাশাপাশি এও দাবি করা হয়, নির্বাচন কমিশনের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ক্ষমতা নেই, অথচ কমিশন প্রত্যেক নাগরিককে প্রমাণ দিতে বাধ্য করছে যে তাঁরা ভারতীয়। শুধু তাই নয়, অভিবাসনকে এসআইআর-এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সিঙ্ঘভির মতে এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। পাশাপাশি সিঙ্ঘভি এও বলেন, 'আমরা আর জানি না গ্রামের শেষ কোথায় আর শহরের শুরু কোথায়।'

এখানেই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানতে চান, এসআইআর পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের ওপর কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা আছে কি না, নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ম বদলাতে পারে কমিশন। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের হাতে, নির্বাচন কমিশনের হাতে নয়। আগামী ৪ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ওই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি আমাদের রেড কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া উচিত?'

রোহিঙ্গা মামলায় প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: 'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি আমাদের রেড কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া উচিত?' ভারতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক মামলায় কড়া সুরে এমনই প্রশ্ন তুলল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। স্পষ্ট ভাষায় সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল রোহিঙ্গাদের আইনি মর্যাদা নির্ধারণ না করে তাঁদের অধিকার নিয়ে কোনও আলোচনা করা যাবে না। একইসঙ্গে আদালত এদিন এ প্রশ্নও তোলে, ভারত সরকার কখনও রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে কি না তা নিয়েও।

প্রসঙ্গত, ভারতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি বহু বছর ধরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া এক মামলার শুনানিতে বিচারপতিরা যে কড়া মন্তব্য করেন, তা এই বিতর্ককে নতুন মাত্রা দেয়।

জেলবন্দি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এমনই অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। আবেদনকারী পক্ষের দাবি ছিল, রোহিঙ্গাদের যদি ভারত থেকে বের করে দিতে হয় তবে তা আইন অনুযায়ী হওয়া উচিত। আবেদনে অভিযোগ জানানো হয়, গত মে মাসে দিল্লি পুলিশ কিছু রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল। তারপর থেকে

আর তাঁদের কোনও খোঁজ নেই। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। আর এই প্রসঙ্গেই আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, ভারত কোনও আন্তর্জাতিক শরণার্থী কনভেনশন-এ স্বাক্ষরকারী নয়। ফলে শরণার্থীদের জন্য আলাদা আইনগত কাঠামো নেই।

পাশাপাশি আদালত এও স্পষ্ট করেছে, রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে ভারত সরকার কখনও ঘোষণা করেনি। তাই তাঁদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করার আগে আইনি মর্যাদা নির্ধারণ জরুরি। সঙ্গে আদালত এদিন এও স্পষ্ট ভাবে জানায়, অবৈধভাবে প্রবেশকারীদের জন্য রাষ্ট্রের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এই প্রসঙ্গে বিচারপতিরা এদিন এও বলেন, অবৈধভাবে প্রবেশ করলেও তাঁদের উপর নির্যাতন করা যাবে না।

তবে একইসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, দেশের কোটি কোটি দরিদ্র নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রাষ্ট্র কতটা দায়বদ্ধ হতে পারে তা নিয়েও। এই দ্বৈত অবস্থানই ভারতের নীতি নির্ধারণে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ-মানবিক দায়িত্ব বনাম জাতীয় নিরাপত্তা।

প্রসঙ্গত, রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বেগ রয়েছে। তাঁদের অবৈধ প্রবেশ স্থানীয় জনসংখ্যার ভারসাম্য ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অন্যদিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, তাঁদের জীবন বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আন্তর্জাতিক মানবিক নীতির আলোকে সুরক্ষা দেওয়া উচিত। আর এখানেই আদালতের মন্তব্যে স্পষ্ট, ভারত কোনওভাবেই বিশ্বের আশ্রয়স্থল হতে পারে না।

এসআইআর আতঙ্কে প্রাণহারা পরিবারকে দু' লক্ষ টাকা সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে 'এসআইআর আতঙ্কে' মৃত এবং অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে তিনি জানান, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৯ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে হৃদরোগ বা ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এসআইআর আতঙ্কে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবার দু'লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবে।'

সরকারি হিসাবে, বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৩ জন। এদের মধ্যেই রয়েছেন 'কাজের চাপে' অসুস্থ হয়ে পড়া তিন জন বুথস্তরের আধিকারিক (বিএলও)। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ১৩ জন প্রত্যেককেই এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

সূত্র অনুযায়ী, এসআইআর-এর জন্য অতিরিক্ত চাপের অভিযোগে রাজ্যে ইতিমধ্যেই চার জন বিএলও-র মৃত্যুর কথা উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের পরিবারকে ইতিমধ্যেই দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে এসআইআর চালু হয়েছে ২৮ অক্টোবর। প্রথম দিনেই খড়দহের প্রদীপ কর আত্মহত্যা করেন, যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে গণনাপত্র (এনুমারেশন ফর্ম) পূরণ ও জমাদানের সময়ে একের পর এক মৃত্যুর খবর সামনে আসে।

সরকারি সূত্রের দাবি, ৩৯ জন মৃতের মধ্যে প্রায় অর্ধেক আত্মহত্যা করেছেন। বাকিরা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বা ব্রেন স্ট্রোকে মারা গিয়েছেন। এসআইআর ঘিরে ক্রমবর্ধমান চাপ-যন্ত্রণা নিয়ে রাজ্যজুড়ে অসন্তোষ বাড়তে থাকায় রাজ্য সরকার সরাসরি আর্থিক সহায়তার পথেই মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একশো দিনের টাকায় তির কেন্দ্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও একশো দিনের কাজের টাকা এখনো আটকে রেখেছে কেন্দ্র। গ্রামীণ সড়ক এবং আবাস যোজনার অর্থ এখনও মেলেনি। এর পিছনে বিজেপি সরকারের অন্য এক কৌশল কাজ করছে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এদিন স্পষ্টই ইঙ্গিত করলেন, ভোটের মুখে টাকা আটকে রেখে 'নতুন খেলা' খেলতে চাইতে পারে বিজেপি সরকার।

তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রের কাছ থেকে এখনও এক লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকার বেশি আমরা পাই। আমাদের টাকাটা দিচ্ছে না। আশা করব দেবেন। কিন্তু কবে দেবেন? নির্বাচন তো দরজায় কড়া নাড়ছে। এর পরে ফেব্রুয়ারিতে দিয়ে মার্চে বলবে খরচ হল না? চালাকিটা আমরাও বুঝি।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গ্রামীণ বাড়ি এবং আবাসন প্রকল্পের অধীনে ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পরেও সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের টাকায় পথশ্রী প্রকল্প করেছি। এতে আমাদের ১৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগে অর্ধেক দিত কেন্দ্র, অর্ধেক দিতাম আমরা। এখন আর দিচ্ছে না।'

সড়ক পরিকাঠামো নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। তার মধ্যে ৩৯ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকিটাও কাজ হচ্ছে। সবটাই আমাদের নিজের টাকায়।' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ২০১১ সাল থেকে বাংলা সড়ক যোজনায় রাজ্যে মোট এক লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হয়েছে। 'সারা দেশে গ্রামীণ রাস্তা ও আবাস যোজনায় চার বছর ধরে আমরা এক নম্বরে ছিলাম। তাই তো ওরা আমাদের টাকা বন্ধ করেছে', অভিযোগ মমতার।

কাজের খতিয়ান মেলে ধরে 'উন্নয়নের পাঁচালি' মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের উন্নয়ন চিত্র আরও একবার সামনে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর মে মাসে ১৫ বছর পূর্ণ করবে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার। তার আগেই গত ১৪ বছরের কাজের খতিয়ান হিসেবে নবান্নে প্রকাশিত হল 'উন্নয়নের পাঁচালি'। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, আরও কিছু তথ্য সংযোজনের পর এই পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান সংবাদমাধ্যমের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সাড়ে ১৪ বছরে আমাদের সরকার কী কী কাজ করেছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে দায়বদ্ধ।' এরপর তিনি বিভিন্ন খাতে গত ১৪ বছরের উন্নয়ন ও সাফল্যের ধারাবিবরণী পেশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৩ থেকে ২০২৩, এই ১০ বছরে ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রসীমার বাইরে আনা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে তৈরি হয়েছে ২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান, এবং সারা দেশের তুলনায় রাজ্যে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমেছে বলে দাবি করেন তিনি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ক্ষুদ্র শিল্পে রাজ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা সারা দেশে সর্বাধিক পশ্চিমবঙ্গে।' তিনি জানান, ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালু হয়েছে। ২০১১ সালের তুলনায় কর আদায় বেড়েছে ৫.৩১ গুণ, এবং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে ৯.১৬ গুণ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা এখন গোটা দেশের মডেল। রাজ্যে ছয়টি অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি হচ্ছে, এখানে আরও এক লক্ষ চাকরি হবে।' দেউচা পাচামিতেও আরও ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। লদীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্পগুলির পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান,

১. ২ কোটি ২১ লক্ষ পরিবার পাচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার।
২. কন্যাশ্রী পেয়েছে ১ কোটি ছাত্রী।
৩. রূপশ্রীর আওতায় ২২ লক্ষ মেয়ের বিয়ে হয়েছে।
৪. স্বাস্থ্যখাতে বাজেট ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবার।
৫. আবাস যোজনায় ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি তৈরি হয়েছে, মোট লক্ষ্য ১ কোটি বাড়ি।

শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে এখন মেট্রো কোচ, লোকাল ট্রেনের কোচ, ভারী যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট-ইস্পাত শিল্পও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

স্কিল ট্রেনিং পেয়েছে ৪২ লক্ষ যুবক-যুবতী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এই পরিসংখ্যানে আরও কিছু সংযোজন হবে এবং সম্পূর্ণ 'উন্নয়নের পাঁচালি' পরে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, এবার ভোটের আগে সরকার আরও বিস্তারিতভাবে উন্নয়নের কালানুক্রমিক তালিকা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চাইছে।

শুভেন্দুর নিশানায় মমতার রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র এক বছর বাকি। ঠিক সেই সময়েই রাজ্য সরকারের ১৪ বছরের উন্নয়ন, রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত 'উন্নয়নের পাঁচালি'কে নিশানা করে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ তুললেন, এই হিসেব বই আসলে 'স্বেচ্ছাচারিতার পাঁচালি', যার সঙ্গে রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির কোনও মিল নেই।

শুভেন্দুর বক্তব্য, শিল্পায়ন থেকে কর্মসংস্থান, সব ক্ষেত্রেই সরকারের দাবিগুলি ভাঁওতাবাজি। প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার মন্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'আমাকে এই রাজ্য থেকে তাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু সত্যিটা টাটা সাহেবই বলে গিয়েছেন, এই প্রশাসনের হাতে শিল্পের ভবিষ্যৎ নেই।' তাঁর দাবি, দেউচা পাঁচামি প্রকল্পে লক্ষাধিক চাকরির প্রতিশ্রুতি কেবল নির্বাচনী প্রচার মাত্র। স্কিল ট্রেনিং পাওয়া ৪২ লক্ষ যুবকের তালিকা প্রকাশেরও দাবি জানান তিনি।

স্বাস্থ্য বাজেট বৃদ্ধির দাবিকে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। বলেন, 'আপনি যদি সত্যিই স্বচ্ছতার কথা বলেন, তবে অবিলম্বে আয়ুষ্মান ভারত চালু করুন। কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রকল্প আটকে রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'রাজ্যের সংস্কৃতি, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে জলাঞ্জলি পেয়েছে। সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতার এক নতুন কাহিনি রচনা হয়েছে।' তিনি জানান, বিজেপি জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভায় পৃথকভাবে 'চার্জশিট' প্রকাশ করবে, যাতে প্রতিটি বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের অসঙ্গতি তুলে ধরা হবে। উন্নয়ন রিপোর্ট কার্ড ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই যে আরও তপ্ত হবে, তা এদিনের শুভেন্দুর বক্তব্যেই স্পষ্ট।

আগামী সপ্তাহে সংসদে এসআইআর আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আলোচনার দাবিতে তপ্ত হয়ে উঠেছে সংসদ। সোমবার দফায় দফায় মুলতুবি করে দিতে হয় লোকসভার অধিবেশন। সেই একই ছবি দেখা যায় মঙ্গলবারও। এদিনও বিরোধী শিবির সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ দেখানোয় দফায় দফায় মুলতুবি করে দিতে হয় অধিবেশন। সরকার দাবি না মানায় সংসদ চত্বরে ফের বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে বিরোধী শিবির। সেই বিক্ষোভের চাপে এবার সুর নরম করল কেন্দ্র।

বিরোধীদের প্রবল চাপে অবশেষে এসআইআর নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই আলোচনা হবে সংসদে। সম্ভবত ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে। ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ হয়েছে আলোচনার জন্য। উল্লেখ্য, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছে বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, শীতকালীন অধিবেশনে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করেছে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল। জানা গিয়েছে, আগামী ৮ ডিসেম্বর, সোমবার বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হবে সংসদে। তার পরের দুই দিন স্থির করা হয়েছে এসআইআর নিয়ে আলোচনার জন্য। অর্থাৎ ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর আলোচনা হবে এই বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে। ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ হয়েছে এই দুই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য।

জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার বন্দে মাতরম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ বলেন, 'বিএসির বৈঠকে আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বন্দে মাতরম এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আলোচনা হবে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থাকবেন সংসদে। তিনিই বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার সূচনা করবেন।' পরে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও জানান, ৯ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে সংসদে শুরু হবে এসআইআর আলোচনা। তবে সেই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন কি না তা জানা যায়নি।

মোবাইলে বাধ্যতামূলক নয় কেন্দ্রের 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: বিতর্কের জেরে নতিস্বীকার। 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ ইস্যুতে পিছু হটল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়ে দিলেন, 'ওই অ্যাপ ফোনে রাখাটা বাধ্যতামূলক নয়। কেউ জানলে ডিলিট করে দিতে পারবেন।'

একদিন আগেই মৌখিকভাবে কেন্দ্র মোবাইল সংস্থাগুলিকে জানিয়ে দেয়, প্রতিটি স্মার্টফোনে বাধ্যতামূলকভাবে ইনস্টল করতে হবে সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ। চাইলেও যা ডিলিট করতে পারবেন না গ্রাহকরা। বলা হয়েছে ৯০ দিনের মধ্যে যে সব স্মার্ট ফোন বাজারে নতুন করে আসবে, সমস্ত স্মার্টফোনে এই অ্যাপটি প্রি লোড করতে হবে।

'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পরই ফুঁসে ওঠে বিরোধী শিবির। বিরোধীদের দাবি সাইবার নিরাপত্তার নামে আসলে আমজনতার ফোনে নজরদারির চেষ্টা করছে মোদী সরকার! কংগ্রেসের সাংবিধানিক সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলছেন, 'এটাকে অসাংবিধানিক বললেও কম বলা হয়। এভাবে বিগ ব্রাদার'রা আমাদের উপর নজরদারি চালাতে পারে না।' একই সুরে সরব হয় তৃণমূল-সহ অন্য বিরোধীরাও।

বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল প্রস্তুতকারী এবং ব্যবহারকারী দেশগুলির মধ্যে প্রথমের দিকেই রয়েছে ভারত। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১.২ বিলিয়নেরও বেশি। এই সমস্ত ফোনেই বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি অ্যাপ যুক্ত করতে চাইছে কেন্দ্র। নয়া এই অ্যাপের নাম 'সঞ্চার সাথী'। সাইবার প্রতারণা রোখার পাশাপাশি চুরি বা হারিয়ে যাওয়া ফোন ট্র্যাক, কালোবাজারে নকল ফোন বিক্রি রুখতে কার্যকরি অ্যাপটি। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী এই অ্যাপ ব্যবহার করে এখনও পর্যন্ত ৭ লক্ষ চুরি যাওয়া ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যার মধ্যে ৫০ হাজার ফোন শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই উদ্ধার করা হয়েছে।

শেষমেশ এই প্রবল বিরোধিতার জেরে পিছু হটল কেন্দ্র। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, 'এই অ্যাপ সকলের ফোনে রাখাটা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেটা ফোনে গ্রাহক রাখবেন কিনা, সেটা গ্রাহকের সিদ্ধান্ত।' সিন্ধিয়া জানিয়ে দিয়েছেন, ফোনে ওই অ্যাপ রাখা বাধ্যতামূলক নয়। চাইলেই সেটা ডিলিট করা যাবে। বিরোধীদের দাবি, চাপেই ফের পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Sahani ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Upendar Sahani ও Upendar Porel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Motiar Rahaman (old name), S/o. Atiyar Halder, R/o. Hodla, Makalpur, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Motiar Rahaman নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Motiyar Halder নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Motiar Rahaman & Motiyar Halder & Matiar Haladar S/o. Atiyar Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Nasim Halder.

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Barui S/o. Nalil Barui, R/o. Birendranagar Dakshin, Kasawara, Polba, Hooghly-712102, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Arijit Barui) জন্ম সার্টিফিকেটে, আমার সঠিক নাম Subhash Barui-এর পরিবর্তে Suvash Barui এবং মাধ্যমিক (W.B.B.S.E.) এডমিট/মার্কশিট/সার্টিফিকেটে Subhash Barui-এর পরিবর্তে Subhas Barui লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Subhash Barui, Suvash Barui ও Subhas Barui S/o. Nalil Barui উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৬ নং এফিডেভিট বলে Bidhan Chandra Bhadury S/o. Baidya Nath Bhadury ও Bidhan Ch Bhaduri S/o. B. N. Bhaduri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Akhtar Hussain ও Aktar Ali S/o. Anwar Ali এবং আমার স্ত্রী Rehana Khatoon ও Rehana Parveen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

আমি প্রদীপ দেবনাথ ৮/৮/২৫ রানাঘাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা মৃনাল দেবনাথ ও মৃনাল দেবনাথ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। স্কুল সার্টিফিকেটে পিতার নাম মৃনাল কান্তি দেবনাথ আছে। চাঁদড়া শান্তিপুর নদীয়া।

নাম-পদবী

I, **MANASI SABUD MISHRA,** W/o- Gopal Chandra Mishra (actual) and Manasi Sabud, D/o- Amal Kumar Sabud (recorded in my all educational testimonials) and Manasi Mishra, W/o- Gopal Chandra Mishra(recorded in my husband's Service Book, being Army No.-7243973P), R/o- Gundut, Perua, Sabang, Paschim Medinipur, are the same and one identical person vide affidavit no. RM-3635 sworn before the Hon'ble Notary at Midnapore on 20-11-25.

জমি বিক্রয়

আমি সুকুমার সর্দার, পিতা- শ্রীকান্ত সর্দার, সাং- হাজারীপোতা, পোঃ- জালালখালি, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০২, পঃ বঃ আমার নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ১১১ নং যাত্রাপুর মৌজায় খতিয়ান নং ২৬৯৫, দাগ নং ১০৫৯, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ ১৩.৩৩ শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৬২৯৬৬২০০৮১ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অনন্ত বিশ্বাস, পিতা- অমূল্য বিশ্বাস, সাং- দোহারপাড়, থানা- রানাঘাট, পো- হবিবপুর, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী-24/01/2012 তারিখের রাণাঘাট-১ A D S R অফিসের I V - 28আমমোক্তারনামা বলে, ১) গীতাসরকার ২) রানী দেবনাথ ৩) শ্যামলী দেবনাথ ৪) রীতা মজুমদার ৫) মিতা নাথ (সকলের আত্মীয়- পশুপতি সরকার) তাহাদের নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা-নদীয়া, থানা-রানাঘাট মৌজা- রাঘবপুর, J.L- ৮. দাগ নম্বর- ৯৯৬, খতিয়ান- ৩৬৩ থেকে আমি ২২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করছি। সেই সম্পত্তি বিক্রেতা হইতে ক্রেতাগনের নামে রেকর্ড হলে কারোকোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথিসহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি চন্দন সিংহ, পিতা- সুরেন্দ্র নাথ সিংহ, সাং- রাঘবপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- ২১/০২/২০১১ সালের রাণাঘাট-১ A D S R অফিসের I V - 4 8 আমমোক্তারনামা বলে, পরিমল বিশ্বাস, (পিতা- গুরুদাস বিশ্বাস) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L- ১৭, দাগ নম্বর- ২০৬/৭৮৭, খতিয়ান- ৫২৫ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রহ্লাদ বিশ্বাস, পিতা- বলরাম বিশ্বাস, সাং- বার্ণিয়া, থানা- তেহট্ট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- 29/07/2011 সালের DSR নদীয়া অফিসের IV-109 আমমোক্তারনামা বলে অর্চনা রানী ভদ্র, (স্বামী- শ্যামল ভদ্র) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L- ১৭, দাগ নম্বর- ১০৫৬, খতিয়ান- ৩৪৭৪ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রদীপ দাস, পিতা- প্রাণবল্লভ দাস, সাং- রামনগর ২৩ বিঘা, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী-১০/০৮/২০১৫ সালের D S R নদীয়া অফিসের I V - 4 2 5 আমমোক্তারনামা বলে, রুমা সাহা, (স্বামী- সঞ্জয় সাহা) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L- ১৭, দাগ নম্বর- ২০৬ এবং ২০৬/৭৯৫, খতিয়ান- ২৩৮৯ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অজিত সিকদার, পিতা- অনিল সিকদার, সাং- পানপাড়া, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- 23/09/2021 তারিখের রাণাঘাট-১ ADSR অফিসের IV-233 আমমোক্তারনামা বলে বিষ্ণু বিশ্বাস, (পিতা- অমল বিশ্বাস) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাট, মৌজা- রাঘবপুর, J.L- ৮, দাগ নম্বর- ১০৫৫, খতিয়ান- ২৫৮২ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি, সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা শ্রী তাপস মন্ডল এবং শকুন্তলা মন্ডল গত ইং. ২২.০৬.১৯৯৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং. ৪৫০৫/৯৯ মূলে কল্যানী নন্দী কর্তৃক প্রদত্ত আমমোক্তার নং. ২৪/১৯৯৭ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে আমমোক্তার গ্রহীতা নব কুমার নন্দী-র হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি।

জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং. ৪, আর.এস. খতিয়ান নং.- ৫৯১, আর.এস. দাগ নং.- ৪৯৪৩ তথা এল.আর. খতিয়ান নং.- ২১৩৩, এল.আর. দাগ নং.- ৫৭৫৩, জমির পরিমান- ০২ কাঠা ২২ ব.ফু.।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **বিরেন্দ্রনাথ ঘোষ** পিতা ৺ভরত চন্দ্র ঘোষ, সাকিম মালিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫ মহাশয় বিগত ইং ১০/০৪/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00017/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী শিবনাথ ঘোষ,** পিতা ৺গদাধর ঘোষ, সাকিম মালিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **শ্রীমতী রেখা ঘোষ** স্বামী শ্রী শিবনাথ ঘোষ সাকিম মালিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫ মহাশয়াকে **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা মালিয়া, ১২৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৭৯ নং খতিয়ান হইতে বর্তমানে ১৬৪২ নং খতিয়ানে, ১ক)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩০৪/৯৩৮ নং দাগে ডোবা ০৪ শতক এবং ১খ)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩২০ নং দাগে শালি জমি ০৪ শতক। একুনে দুইটি দাগে মোট ০৮ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02749/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এবং ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩০৪/৯৩৮ নং দাগে ডোবা ০৪ শতক বিগত ইং ১১/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস. আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02784/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী রেখা ঘোষ** স্বামী শ্রী শিবনাথ ঘোষ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী তারক শর্মা,** পিতা - মৃত ভোলা শর্মা, সাং - নর্থ প্রতাপগড়, থানা - নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৪৯, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, উক্ত সম্পত্তি স্বত্বের অরিজিন্যাল (মূল) সাফ কোবালা দলিল যাহা ১৯৯০ সালের বুক নং ১, ভলুম নং ৮১, পাতা ২২৩ থেকে ২২৮, দলিল নং ৪৩৭৬ রূপে অতিরিক্ত অবর নিবন্ধক অফিস কাশীপুর দমদম অফিসে নিবন্ধীকৃত তাহার নিকট হইতে বিগত ১৫/১১/২০২৫ তারিখে হারিয়ে গিয়েছে। আমার মক্কেল নিমতা থানায় নিবন্ধিকৃত জি. ডি. ই. নং ১৩৪১, তারিখ ১৮/১১/২০২৫ নথীভুক্ত করেন, কোনও সহৃদয় ব্যক্তির উক্ত দলিল খানি সন্ধান থাকিলে বা অন্য কারও নিকট উক্ত দলিলটি থাকলে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমাকে অত্র হইতে ০৭ দিনের মধ্যে জ্ঞাত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইতি —
বিনীত
(তাপস কুমার রায়), এ্যাডভোকেট
১৭/১০২, বেহালা সেন্ট্রাল গভঃ কোয়ার্টার্স, পর্ণশ্রী, কোলাকাত - ৭০০ ০৬০
এনরোলমেন্ট নং - এফ/৬৮৯/৪৩৮/১৯৯৫
মোবাইল ঃ ৯৭৪৮৭ ২৩৫৮৮

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)নিলুফার বেগম, ২)ফিরোজা বেগম** উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ হাসানুজ্জামান, উভয়ের সাকিম কুলিপাড়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৫/০৯/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ-১, কলকাতা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 190108021/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺শতদল চক্রবর্ত্তী সাকিম কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী** মহাশয় বিগত ইং ০৬/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10438/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী ধরমাত্মা প্রসাদ,** পিতা সুদামা প্রসাদ, সাকিম লালবাবা আশ্রম, মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ১০ ছটাক ৩৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, জে.এল. নং ০৬, হাল এল. আর ২৫৫ ও ৬৩৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৮৪ তথা হাল এল. আর ১০০৩ নং দাগে বাস্তু জমি ১০ ছটাক ৩৭ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী ধরমাত্মা প্রসাদ,** পিতা সুদামা প্রসাদ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

Notice is hereby given to public in general that original Registered Deed of Conveyance dated 12.03.2005 recorded as Book No. 1, CD Volume No. 4 pages from 1442 to 1458 being no. 01520 for the year 2005 registered before D.S.R-III South 24 Parganas, is lost from my client's i.e. **HEMANT GUPTA's** custody, and accordingly a general diary vide LR No. 3318979/2025 dated 01.11.2025 was lodged before SHO Civil Lines Delhi. If any person finds the title deed should intimate, to the undersigned, within 7 days from the date of publication of this notice, any subsequently claim will not be entertained.

Date : 03.12.2025
Place : Kolkata

SRIJIT SAHA (Advocate)
Chamber - "SARAF HOUSE" Gr. Floor, Room No. 28, 4/1, Red Cross Place, Kolkata - 700001
E-Mail - sriiit.advocat@gmail.com
Mob :- +91- 8336071726

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা ডিসেম্বর, ১৬ ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ত্রয়োদশী যুক্ত চতুর্দশী তিথি। জন্মে মেষরাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(অগ্নিশিশু শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। পাষান চতুর্দশী তিথি। প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে দু'কোটির বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ১৪ বছরের শাসনকালে কর্মসংস্থানে নতুন জোয়ার এসেছে। এই সময় দু'কোটির বেশি মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। মঙ্গলবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে কর্মসংস্থানে সত্যিই জোয়ারদ এসেছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে দু'কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সারা দেশে বেকারত্ব হার আমরা ৪০ শতাংশ কমিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্যে একের পর এক নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান, বর্তমানে ছ'টি অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির কাজ চলছে। এর ফলে আগামী দিনে অন্তত আরও এক লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশাবাদী তিনি। পাশাপাশি দেউচা,পাঁচামি প্রকল্পেও এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন মমতা।

শিল্পায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যে মেট্রোর কোচ, লোকাল ট্রেনের কোচ, ভারী যন্ত্রপাতি, এমনকী জাহাজও তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট, ইস্পাত; সব ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যোগ বেড়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রকে তিনি রাজ্যের অন্যতম শক্তি বলে উল্লেখ করেন। জানান, এই খাতে বর্তমানে এক কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মরত। দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে; ইতিমধ্যেই ৪২ লক্ষ যুবক-যুবতী স্কিল ট্রেনিং পেয়েছেন।

দারিদ্রসীমা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০১৩ থেকে ২০২৩; এই দশ বছরে রাজ্যে এক কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রসীমার বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। বেকারত্ব, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশদ পরিসংখ্যান; নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং সরকারের সাফল্য তুলে ধরার দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাজি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম ৯ বছরের শিশু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ব্যাটরা থানার মাত্র একশো মিটার দূরে ভোলানাথ কবিরাজ লেনে সোমবার বিকেলে বাজি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হল এক শিশু। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুর তিনটে নাগাদ কয়েকজন শিশু মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। খেলার ফাঁকে মাঠের ধারে পড়ে থাকা ছোট আকারের একটি বস্তুকে এক শিশু দেশলাই দিয়ে জ্বালাতে গিয়ে তা বিস্ফোরিত হয়।

ঘটনায় ৯ বছরের রৌশন সিংয়ের ডান হাত ও ডান চোখ মারাত্মকভাবে জখম হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

হঠাৎ বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কে বা কারা ওই বিপজ্জনক বিস্ফোরকটি রেখে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে ব্যাটরা থানার পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ যৌথ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূলকে শমীক ভট্টাচার্যের তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে আসন্ন ভোটকে ঘিরে উত্তাপ চরমে, সেই আবহেই মঙ্গলবার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ শানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, দুয়ারে সরকার, কবরে ভোটার'! ভোটের দিন আসবেন, কবর থেকে বেরিয়ে ভোট দিয়ে চলে যাবেন। যেখানে কোনও মৃতভোটার নেই, সেখানেও ভূত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ভোটার তালিকায় এখন কবর থেকে আসা ভূতের উপদ্রব। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, ভোটের দিন নাকি এই ভূতেরা কবর থেকে উঠে এসে ভোট দেবে এবং ভোট দিয়ে ফের ফিরে যাবে। তাঁর কথায়, যাঁরা সেদিন প্রিসাইডিং অফিসার থাকবেন, যদি তাঁরা ভূতের ভয় পান, তা হলে আগে থেকেই ওঝা নিয়ে আসবেন। কারণ সে দিন ভূতেরা ভোট দিতে আসবে। শমীকের আরও দাবি, বহু ফাঁকা জমি, পরিত্যক্ত প্লট সবই ভোটারের নামে নিবন্ধিত। ভোটার তালিকার এমন অসঙ্গতি নিয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ না করলেও, তিনি ইঙ্গিত দেন 'এ-এস-আই-আর'-এর তথাকথিত উন্নতি দেখতে দেশ, বিদেশ থেকে মানুষ নাকি পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, এটাই এগিয়ে বাংলা! এ যেন গেরুয়া শিবিরের ব্যঙ্গ তির শাসক দলের দিকে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগে নতুন করে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও ভোটার তালিকার সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল রাজ্য রাজনীতিতে।

হঠাৎ ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক সরকার! হতাশাগ্রস্ত সংখ্যালঘু সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন রাজ্য সরকার। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন এই রাজ্যে কোনও সমস্যা নেই, দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করুন। এখানে প্রতিবাদ করলে আমার থেকে বড় শত্রু কেউ হবে না। প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মুসলমান সমাজ। সরব হয়েছেন পীর ইব্রাহিম সিদ্দিকী, পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী ও পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী সহ অসংখ্য পীরসাহেব। তাঁদের সাফ কথা মমতার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষমেশ মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা যে করেছেন, সেটা বলাই বাহুল্য। সরকারে আসীন হওয়ার ক্ষেত্রে এই মুসলমান সমাজের বড় অবদানের কথাও শুনিয়েছেন তাঁরা। পীর সাহেবগণ আরও বললেন, যে এসআইআর প্রসঙ্গেও তিনি বলেছিলেন 'আমি বেঁচে থাকতে এসআইআর হতে দেব না! এই প্রক্রিয়াও এখানে হচ্ছে? তাহলে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ধোঁকা ও ধাপ্পাবাজি করা হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির অবস্থান স্পষ্ট করতেও বলা হয়েছে। অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মহম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ওয়াকফ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ও প্রবল হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছি। অন্যদিকে আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত উমিদ পোর্টালে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি আপলোড করার বিষয়টিও হতাশাজনক। এই ওয়াকফ সম্পত্তি বিষয় নিয়ে কলকাতায় ওয়াকফ বোর্ডে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় কনস্টিটিউশন প্রটেকশন ফোরামের তরফে। সেখানে আপলোডের সময় বৃদ্ধি ও বিষয়টি সরলীকরণের দাবি করা হয়েছে। ইমতিয়াজ মোল্লা, আলমগীর সর্দার সহ শীর্ষ নেতারা। তাদের বক্তব্য হল, প্রচুর দেবত্ব সম্পত্তি ও অন্য সম্প্রদায়ের বিশাল সম্পত্তি থাকতেও কেন ওয়াকফ নেওয়া হল।

নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শেষ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের বহুল প্রতীক্ষিত দুর্গা অঙ্গনের নির্মাণ এবার পূর্ণ গতিতে শুরু হতে চলেছে। নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, দুর্গা অঙ্গন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং ডিসেম্বরেই শুরু হয়ে যাবে পূর্ণাঙ্গ নির্মাণপর্ব।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হতে চলা এই আধুনিক দুর্গা অঙ্গনের দায়িত্বে রয়েছে হিডকো। রাজ্যের মন্ত্রী ও হিডকোর চেয়ারম্যান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সময় দেখে ডিসেম্বর মাসের কোনও এক শুভদিনে হবে পুজো। সেদিন থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হবে মন্দির নির্মাণের মূল কাজ।

সরকারি সূত্রের মতে, নিউটাউনে সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পরিকাঠামোকে সমৃদ্ধ করতে এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

নতুন গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ অবশেষে শুরু হতে চলেছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহু প্রতীক্ষিত মুড়িগঙ্গা নদীর উপর নতুন গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ অবশেষে শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই সেতু নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হবে। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে তিনি যখন সাগরে যাবেন, সেখান থেকেই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতার কথায়, আমরা কথা দিলে কথা রাখি। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কথা বলেছিলাম, কাজ অনেকটা এগিয়েছে। গঙ্গাসাগর যাত্রীদের সুবিধার জন্য গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি করছি। খরচ হবে ১,৭০০ কোটি টাকা। টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। আমি যখন গঙ্গাসাগরে যাব, তখন এর উদ্বোধন করব।

সরকারি সূত্রের মতে, সেতু তৈরি হলে মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরদ্বীপে যাতায়াত আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং স্থায়ী হবে। এখন পর্যন্ত ভরসা ছিল লঞ্চ পরিষেবা। আবহাওয়া খারাপ হলে সেই পরিষেবা বন্ধ থাকায় দুর্গতিতে পড়তেন হাজার হাজার যাত্রী। নতুন সেতু নির্মাণ হলে গঙ্গাসাগর মেলা-সহ সর্বকালীন যাতায়াত অনেকটাই সহজ হবে।

রিপোর্ট তলব হতেই অঙ্কে বড় ফারাক

২২০৮ থেকে নেমে ৪৮০ বুথে রইল 'শূন্য ফেরত' ফর্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা নিয়ে প্রশাসনিক অঙ্কে চরম অসঙ্গতি সামনে এল। প্রথমে ব্লক স্তরের কর্মীদের দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছিল, মোট ২২০৮টি বুথে একটি ফর্মও ফেরত আসেনি; মৃত, অনুপস্থিত বা স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যাও নেই। সেই হিসেবেই জেলা প্রশাসন হয়ে কমিশনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়ার পর পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। পরের দিন জমা পড়া রিপোর্টে দেখা যায়, একই বিভাগের হিসেব হঠাৎই নেমে এসেছে ৪৮০-এ। অর্থাৎ ১৭২৮টি বুথের তথ্য এক ধাক্কায় উধাও। এই নাটকীয় তারতম্য নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও মাঠপর্যায়ের নজরদারি নিয়ে। কমিশন সূত্রের দাবি, সংখ্যার এই তফাৎ কীভাবে তৈরি হল, তার ব্যাখ্যা চাইছে তারা সংশ্লিষ্ট ডিইওদের কাছ থেকেই।

মুরগির খাবারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিবছর মুরগির খাবারের দাম গড়ে ১২ শতাংশের কাছাকাছি বাড়িয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। যার ফলে যোগানে ঘাটতি না থাকলেও বেড়ে যাচ্ছে ডিমের দাম। এই বিষয় নিয়ে মঙ্গলবারের প্রশাসনিক বৈঠকে থেকে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, এই নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বাংলার ডিম সরবরাহ ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়ে সরকার যে নিরন্তর উদ্যোগ নিচ্ছে, তা আড়াল করতেই এই সমালোচনা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিম নিয়ে অনেকে বড় বড় কথা বলছেন। মনে রাখবেন, আমরা ১২টি রাজ্যে ডিম পাঠাই। আর ডিমের দাম কেন বেড়েছে, তা নিয়ে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁদের বলব, তাঁরা যেন তাঁদের নেতাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, প্রতি বছর মুরগিদের খাবারের দাম ১২ শতাংশ করে কেন বাড়াচ্ছে কেন্দ্র? আমরা ভুট্টা চাষ করে চেষ্টা করছি মুরগিদের খাবার জোগান দেওয়ার। ইলিশ মাছ, পেঁয়াজ এখন বাংলায় উৎপাদন হচ্ছে। পেঁয়াজের হিমঘর তৈরি হয়েছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী তথ্য-সহ জানালেন রাজ্যের আর্থিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ। খাদ্যসাথী প্রকল্পে ন'কোটি মানুষ অনুদানমূলক খাদ্যসামগ্রী পান। শুধু এই প্রকল্পেই রাজ্যের খরচ হয়েছে এক লক্ষ ন'হাজার কোটি টাকা। 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন সাত কোটি ৪১ লক্ষ মানুষ, যার জন্য ব্যয় হয়েছে এক হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। 'বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'র খাতে খরচ হয়েছে দু'হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি। সুবিধাভোগীর সংখ্যা এক কোটি ৯২ লক্ষ।

ডিম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের বাজারমূল্য নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিসংখ্যান ভিত্তিক ব্যাখ্যা, প্রশাসন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভুয়ো তথ্য দিয়ে জামিন, রাজগঞ্জের বিডিওর বিরুদ্ধে আদালতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে নতুন মোড়। বারাসাত আদালত থেকে আগাম জামিন পাওয়া রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে এবার হাইকোর্টে আপত্তি তুলল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। পুলিশের দাবি, আদালতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে জামিন আদায় করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের নীলদা পোস্ট অফিস এলাকার বাসিন্দা স্বপন কামিল্যা। দত্তাবাদে ভাড়া দোকান নিয়ে প্রায় ১০-১৫ বছর ধরে গয়নার ব্যবসা করছিলেন। এরপর গত ২৮ অক্টোবর দোকান থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। পরদিন নিউটাউনের যাত্রাগাছি বাগজোলা খালের ধারে ঝোপ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা পরিবারের অভিযোগ জানায়, অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন।

এদিকে প্রশান্ত বর্মন দাবি করেন, ঘটনার দিন তিনি নিউটাউনের ফ্ল্যাটে ছিলেন না, বরং একটি গেস্ট হাউসে ছিলেন। আদালতে সেই গেস্ট হাউসের রশিদ জমা দেন। এরপর বারাসাত আদালত তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করে। পরে বিধাননগর মহকুমা আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন কার্যকর করেন তিনি। আর এখানেই পুলিশের দাবি, ওই রশিদ ভুয়ো। আসলে তিনি নিউটাউনের ফ্ল্যাটেই ছিলেন এবং আদালতে মিথ্যা বলেছেন।

শুধু তাই নয়, এই জামিনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। পুলিশের যুক্তি, ভুয়ো প্রমাণ দিয়ে আদালতকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। আরও অভিযোগ, নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বিডিওর নিউটাউনের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানেই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে বিডিওর বাড়ি থেকে কিছু গয়না চুরি যায়। অভিযোগ, সেই গয়না স্বপনের দোকানে বিক্রি হয়। এখান থেকেই সংঘাতের শুরু। এরপর গত ২৮ অক্টোবর বিডিও নীলবাতি গাড়ি নিয়ে দোকানে আসেন। পরিবারের দাবি, তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায় এবং সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। ওই গাড়িতেই স্বপনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকে অন্তরালে চলে যান বিডিও প্রশান্ত বর্মন।

বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় বাংলার ডা. দেবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও এলসেভিয়ারের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত বিশ্বের সেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীদের মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় স্থান পেলেন বাংলার কৃতি চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ডা. দেবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানই বাড়ায়নি, বরং ভারতের মনোরোগবিদ্যা ও মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল।

প্রতি বছর স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বিশ্বজুড়ে সেরা ২ শতাংশ গবেষকদের তালিকা প্রকাশ করে, যা এলসেভিয়ারের ডেটাবেস ও বিশদ মূল্যায়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে তৈরি হয়। চলতি বছরের পরিমার্জিত তালিকায় ১৫ জন ভারতীয় মনোচিকিৎসকের সঙ্গে স্থান পেয়েছেন ডা. দেবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক। তিনি বর্তমানে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপালে কর্মরত। স্ট্যানফোর্ড তালিকা অনুসারে তিনি সাইকিয়াট্রিক বিভাগে এই সম্মান অর্জন করেছেন। পেশাগতভাবে তিনি জেরিয়াট্রিক সাইকিয়াট্রি অর্থাৎ প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তা হিসেবে অংশ নিয়ে থাকেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সঙ্গে প্রধান গবেষক বা সহকারী লেখক হিসেবে যুক্ত।

এই আন্তর্জাতিক তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক। গবেষকদের কাজকে মূল্যায়ন করা হয় ২২টি মূল এবং ১৭৪টি উপ-মাপকাঠির ভিত্তিতে। গবেষণার মৌলিকতা, বাস্তব প্রয়োগ, 'সাইটেশন' সংখ্যা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করে সেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীকে বেছে নেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পরে ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই সম্মান ভারতের মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিক খুলে দেবে। তাঁর মতে, এই অর্জন দেশের তরুণ গবেষকদের অনুপ্রাণিত করবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমাজে আরও সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে। বাংলার চিকিৎসক গবেষকের এই সাফল্যে চিকিৎসা মহল স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত।

নতুন নির্দেশিকা জারি

■ ভোটার তালিকা হালনাগাদকে আরও স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন মাঠপর্যায়ের কর্মীদের জন্য একগুচ্ছ কঠোর নির্দেশ জারি করেছে। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সব নথি সংগ্রহ ও ডিজিটাল আপলোড নিশ্চিত করতে এই নতুন নির্দেশনা কার্যকর করা হয়েছে। ২ ডিসেম্বরের মধ্যেই বিএলওদের কাছে থাকা সব এনুমারেশন ফর্ম আপলোড সম্পন্ন করতে হবে। এরপর পাওয়া যেকোনও ফর্ম সেদিনই সিস্টেমে তোলা বাধ্যতামূলক; নির্ধারিত সময়ের পর জমা থাকা ফর্ম কোনওভাবেই গ্রহণ করা হবে না। ১১ ডিসেম্বরের পর নতুন করে ফর্ম এলে সেটি অ্যাপেই 'অসংগ্রহযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত হবে। ভোটারদের দাবি অনুযায়ী, পরিবারের প্রধানের বয়স যাচাইয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে, ২০০২ সালে তাঁদের বয়স ৬০ ছুঁয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। আবার যাঁদের বর্তমান বয়স ৫০-এর উপরে, তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হবে কেন ২০০২ সালে বয়স ২৫ পার হওয়া সত্ত্বেও তালিকায় নাম ওঠেনি। বাবা, মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের ব্যবধান ৪৫ বছরের বেশি বা ১৮ বছরের নিচে হলে, সেই নথিও বিস্তারিতভাবে যাচাই করতে হবে। ২০২১ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে চিহ্নিত স্পর্শকাতর বুথগুলিতেও বাড়তি সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। বুথে পরিবারভিত্তিক ম্যাপিংয়ের হার ৫০ শতাংশ ছাড়িয়েছে; অর্থাৎ বাবা, মা ও সন্তানের নাম ২০০২ ও ২০২৫ দু'দফাতেই আছে; সেখানে আরও সূদভাবে যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

■ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ফের তীব্র অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়মকে এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। তাঁর অভিযোগ, সরকারি আধিকারিকদের ব্যবহার করে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নষ্ট করার চেষ্টা চলছে, যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সুবিধা আদায়। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ও জয়নগর বিধানসভা-সহ কয়েকটি এলাকায় বিডিওদের দিয়ে বেআইনি নির্দেশ জারি করানো হচ্ছে। তিনি জানান, স্থানীয় বিএলও-দের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে না-বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকী যাঁরা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের তথ্যও ইচ্ছাকৃতভাবে অপরিবর্তিত রাখার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী নেতা দাবি করেন, কুলতলির বিডিও-সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিকের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই ধরনের নির্দেশ চর্চার নমুনা তাঁর হাতে এসেছে, যা স্পষ্টভাবে প্রশাসনিক অপব্যবহারের প্রমাণ।

বন্ধ মেলার প্রস্তুতি

■ ২০২৬-এর গঙ্গাসাগর মেলা সামনে রেখে প্রশাসন দ্রুত প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছিল। মেলা প্রাঙ্গণে অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিল জেলা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বেগুয়াখালি এলাকায় হঠাৎই থমকে যায় কাজ। অভিযোগ ওঠে, ঠিকাদার সংস্থা মেলার জন্য মাটি আনতে আয়লা-বাঁধের অত্যন্ত কাছ থেকে মাটি কাটছে। এতে বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে; এ আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রসঙ্গ তুলে তারা অবিলম্বে কাজ বন্ধের দাবি জানান। অভিযোগের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রশাসন পৌঁছয়। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাও বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। পরে তাঁর হস্তক্ষেপেই ওই এলাকায় মাটি তোলার কাজ বন্ধ করা হয়। এদিকে বিরোধীরা জানায়, সেচ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণহীন বালি তোলা এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার পিছনে শাসক ঘনিষ্ঠদের ভূমিকা রয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা

এসএসসির আদালত অবমাননার মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসির আদালত অবমাননা মামলাগুলি কে শুনবে, সুপ্রিম কোর্ট না কলকাতা হাইকোর্ট- এ নিয়ে মানলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে। শুনানি শেষে এসএসসির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি শুনতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট চেয়েছিল মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাতে। কিন্তু এসএসসির আইনজীবী অনুরোধ করেন, শুনানি যেন সর্বোচ্চ আদালতেই হয়। সেই কারণে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করেছে। তবে আদালত এদিন সতর্ক করে যে, যদি সত্যিই অবমাননা প্রমাণিত হয়, তবে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুনানির দিন ঠিক হয়েছে প্রায় ৫-৬ সপ্তাহ পর।

প্রসঙ্গত, এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। এখন বড় প্রশ্ন হল, যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়া হবে কবে। এই বিষয়েও মামলা সুপ্রিম কোর্টেই চলবে।

আগে হাইকোর্ট বলেছিল, যেহেতু বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই তারা আলাদা করে শুনানি করবে না। তবে মামলাকারীদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, হাইকোর্টের নিজস্ব ক্ষমতা আছে আদালত অবমাননার মামলা শোনার।

গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের জন্য ময়দানে চলছে প্রস্তুতি। *ছবি: অদিতি সাহা*

সিঁথিতে গয়না তৈরির কারখানায় লুঠের ঘটনায় বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: সিঁথিতে সোনার গয়না তৈরির কারখানায় কোটি টাকা লুঠের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করল লালবাজার। হুগলির খানাকুলের বাসিন্দা মাসুম বাবু মল্লিক তিন কোটি টাকার সোনা নিয়ে বাইক চালিয়ে পালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই সে রাজ্য ছাড়ে। মোবাইলের সূত্রে জানা যায়, তাঁর অবস্থান। এরপরই বেঙ্গালুরুতে হানা দিয়ে রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করেন লালবাজারের ডাকাতি দমন শাখার অফিসাররা। এরপর অভিযুক্তকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখ সিঁথির ওই কারখানা থেকে লুঠ হয় ২ কেজি ৩৮০ গ্রাম সোনা। সিসি ক্যামেরা দেখে জানা যায়, এক দুষ্কৃতী কারখানার এক কর্মীর বুকে পিস্তল ধরে, অন্য আরেকজন কারখানার সামনে দাঁড় করানো বাইক নিয়ে পালাচ্ছে। তদন্তে উঠে আসে, ঘটনায় জড়িত রয়েছে এই কারখানার প্রাক্তন কর্মী সইদুল মণ্ডল। সে দুষ্কৃতী দলটিকে নিয়ে এসেছিল। খানাকুল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। অভিযুক্ত জেরায় জানায়, সোনা নিয়ে দুই দুষ্কৃতী ভিন রাজ্যে পালিয়েছে। সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে মাসুম। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ওই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেন তদন্তকারীরা। তদন্তে উঠে আসে, মাসুমের বিরুদ্ধে অতীতেও অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। বিভিন্ন সোনার কারখানায় কর্মীদের টাকা বা সোনা ভাগ দেওয়ার টোপ দিয়ে ভিতরের খবর জেনে নিত সে। এরপর সেখান থেকে সোনা লুঠ করত। মুম্বইয়ে সে এই কায়দায় সোনা হাতিয়েছে। আরামবাগের বাসিন্দা সইদুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় মুম্বইয়ে। সইদুলই সিঁথির ওই কারখানার খোঁজ দিয়ে জানায়, প্রতিদিন ভালো পরিমাণ সোনার বাট আসে এখানে। উৎসবের মরশুম বলে আরও বেশি করে সোনা আসছে। সেইমতো সইদুল দুই দুষ্কৃতীকে নিয়ে এসেছিল কারখানার সামনে। সে নিজে দাঁড়িয়ে থাকে কারখানার উল্টোদিকে। এরপর কারখানার এক কর্মী আসতেই তাঁর কাছ থেকে তিন কোটি টাকার সোনা লুঠ করে মাসুম ও তার এক শাগরেদ। এরপর ওই রাতেই ট্রেন ধরে বেঙ্গালুরু চলে যায়। সে নিজেও সোনার কাজ জানত। এরমাঝে পুলিশের কাছে তাঁর নতুন নম্বর হাতে আসে। সেই সূত্রে জানা যায়, সে বেঙ্গালুরুতে রয়েছে। সেখানে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শুক্রে তাপমাত্রায় ফারাক আসার সম্ভাবনা, কমবে ২-৩ ডিগ্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে নামবে পারদ। এরপর চারদিন রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। এই সময় তাপমাত্রা থাকতে পারে স্বাভাবিকের নিচে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। তবে উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ মিলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া' উপকূলের কাছাকাছি শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সমুদ্র উপকূলেই নিম্নচাপের অবস্থান। এটি উত্তর দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের খুব কাছাকাছি রয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে উপকূল থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে শক্তি হারিয়ে আরও দুর্বল হবে এই নিম্নচাপ। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানাতে। নতুন করে ঢুকবে ৫ ডিসেম্বর।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা সোমবার আরও একটু বৃদ্ধি পায়। মূলত রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার জেরে মঙ্গলবার সকালে নজরে আসে কুয়াশা। যার জেরে দু-এক জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নামে। মঙ্গলবার কলকাতায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। তবে এর পর ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রা। ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। শুক্র ও শনিবার অর্থাৎ উইকন্ডে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে নেমে যেতে পারে পারদ।

বিএলও-রা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না, বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিএলও-রা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন না, এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বেলায় ১০৬-জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর চার্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা। শাসকদলের নির্দেশ মতো বিএলরা-ও কাজ করছেন, এই অভিযোগে কমিশনের উক্ত অফিসের কর্তাদের কাছে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিক্ষোভকারীরা। এমনকী বিএলও-রা নিরপেক্ষভাবে কাজ না করলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিলেন। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা চার্জ অফিসে স্মারকলিপি জমা দেন। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে বিজেপি কর্মী বিপ্লব ঘোষের অভিযোগ, বিএলওদের চালনা করছেন শাসকদলের লোকজন। দিনক্ষণ বাড়ানো সত্ত্বেও, তৃণমূলের নির্দেশে বিএলও-রা এমুনারেশন ফর্ম তুলছেন না। তাঁর দাবি, বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। অবৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় রাখা যাবে না। তাঁর অভিযোগ, চার্জ অফিসের একাংশ তৃণমূল নেতাদের হয়ে দালালি করছেন। বিক্ষোভকারী কৃষ্ণা গুহ বলেন, কমিশনের গাইড লাইন মেনে বিএলও-দের কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে বসে বিএলও-রা কাজ করতে পারবেন না। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিকে আটকাতে এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এখানে সিপিএম এবং তৃণমূল দোসর হিসেবে কাজ করছে। ব্যারাকপুর-১ ব্লকের কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর নীহার বিশ্বাস বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলেই তাঁরা বিষয়টি খর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

নতুন দপ্তরে স্থানান্তরিত হচ্ছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি মাসের মধ্যেই নতুন দপ্তরে সরে যাচ্ছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস। নির্বাচন কমিশন ও সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালের বহুবারের আবেদন সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত কমিশনই নিজ উদ্যোগে অফিস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, বিবাদিবাগে শিপিং কর্পোরেশনের ভবনে নতুন দপ্তর ভাড়া নেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত মাসে কলকাতা সফরে এসে ওই ভবন পরিদর্শন করেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। পরিদর্শনের পরই শিপিং ভবনে সিইও দপ্তর স্থানান্তরের জন্য সবুজ সঙ্কেত দেয় কমিশন।

অন্যদিকে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের নোডাল এজেন্সিগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত কাজ শুরু করতে চলেছে সিইও দপ্তর। আগামী ১১ ডিসেম্বর দুপুরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল রাজ্যের মোট ২৫টি নোডাল এজেন্সির সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে চলেছেন। কমিশন নিয়ম অনুসারে নির্বাচনের ছয় মাস আগে থেকেই এই এজেন্সিগুলির বিশেষ নজরদারির কাজ শুরু হয়। এবার সেই কাজ আরও কঠোর ও গোছানোভাবে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিইও দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, ১১ ডিসেম্বর থেকেই এই এজেন্সিগুলি রাজ্যজুড়ে একযোগে নজরদারি ও হানা দেওয়ার কাজ শুরু করবে। নির্বাচনের সময় যে ধরনের ধরপাকড় চলে, এবার সেই প্রস্তুতিই আগাম নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ইনপুটের ভিত্তিতে টাকা লেনদেন, অবৈধ অস্ত্র, নেশাজাত দ্রব্য, চোরাচালান; সব ক্ষেত্রেই জোরদার নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা হয়েছে। প্রতিদিনের রিপোর্ট

মাওবাদী নেতা বাসবরাজুর নামে দেওয়াল লিখন, ফের বিতর্ক যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েক মাস আগে 'আজাদ কাশ্মীর' লেখা পোস্টার ঘিরে যে বিতর্ক তীব্র হয়েছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে দাবি করছে ছাত্রসমাজের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে নিহত মাওবাদী নেতা নামবালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজুর নামে দেওয়াল লিখন দেখা গেছে, যা কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।

২৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাসবরাজুর নামে স্লোগান দেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে, রেভেলিউশনারি স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (আরএসএফ) এই কর্মসূচি নিয়েছে। তাদের বক্তব্য, বাসবরাজু সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তাঁরা এই লড়াইকে সমর্থন করে এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরোধিতা করে। আরএসএফ নেতা অভিনব দাস বলেন, আমরা যাঁদের নাম লিখেছি, তাঁরা রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। টিএমসিপি বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। তিনি আরও জানান, যদি দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়, তবে তাঁরা প্রতিবাদে নামবেন।

অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই দেওয়াল লিখনকে সংবিধানবিরোধী ও সমাজবিরোধী বলে দাবি করেছে। সোমবার তাঁরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে আরএসএফকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে এবং একটি ডেপুটেশন জমা দেয়। টিএমসিপির সাধারণ সম্পাদক তীর্থরাজ বর্ধন জানান, মাওবাদী প্রচার কোনওভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বরদাস্ত করা যাবে না। আরএসএফকে বাতিল করতে হবে এবং তাদের কোনও সেমিনার হল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাবে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য পরিস্থিতি শান্ত রাখতে চাইছে। উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিষয়টি আইনগতভাবে রাজ্য বা কেন্দ্রই দেখবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে সতর্ক করতে পারে। তাঁর কথায়, সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে, এসএফআইও দেওয়াল লিখনের বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য, তারা মাওবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়, তবে একইসঙ্গে মাওবাদী সন্দেহে বিচারবহির্ভূত আক্রমণ বা গ্রেপ্তারেরও নিন্দা জানিয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনায় ছিল। আগামী ২৪ ডিসেম্বর সমাবর্তনে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ডি.লিট দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে উপাচার্য জানিয়েছেন। এর মধ্যেই মাওবাদী নেতার নামে দেওয়াল লিখন ঘিরে নতুন বিতর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করেছে।

সম্পাদকীয়

কালো টাকা: ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, প্রমাণ করল মোদী সরকার

সরকারে আসার আগে নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কালো টাকা উদ্ধার করবে তাঁর সরকার। যেন কথা, তেমন কাজ। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অর্থ মন্ত্রক এই কাজে তৎপর হয়। আর সেটা যে নেহাত কথার কথা ছিল না, সেটা এক দশক পেরিয়ে এসে খাতায় কলমে প্রমাণিত। বাস্তবের পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে মোদি সরকার এইকাজে কতটা আন্তরিক। তথ্য বলছে, গত প্রায় ১০ বছরে কালো টাকা থেকে প্রায় ২ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা কর ও জরিমানা বাবদ আদায় করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সদ্য শুরু হওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কালো টাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। গত ১০ বছরে মোদি সরকার বিদেশ থেকে কত কালো টাকা ফিরিয়ে এনেছে, এবং কত পরিমাণ কালো টাকা দেশের বাইরে চলে গিয়েছে। তাঁর লিখিত প্রশ্নের জবাব কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী কালো টাকা বাবদ গত এক দশকে মোদি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০১৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা কর ও জরিমানা সংগ্রহ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আয়কর আইনে সরাসরি কালো টাকা বলে কিছু হয় না। যেটা আছে, তা হল বিদেশে থাকা অঘোষিত সম্পত্তির খতিয়ান প্রকাশের আইন। সেই আইন অনুযায়ী, এই সময়ে মোট ৪ হাজার ১৬৪ কোটি টাকার বিদেশি থাকা অঘোষিত সম্পত্তি উদ্ধার করেছে কেন্দ্র। যার মধ্যে থেকে ২ হাজার।৪৭৬ কোটি টাকার কর ও জরিমানা সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৮৭টি বিদেশে থাকা অঘোষিত সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। যার ভিত্তিতে ৪০ হাজার ৫৬৪ কোটি টাকা কর ও জরিমানা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ধার হয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মোদি সরকারের সাফল্য অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। মসনদে বসার আগে তাঁর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিরোধীরা কম কটাক্ষ করেতে ছাড়েনি। কিন্তু মোদি সরকার কাজ করে প্রমাণ করে দিয়েছে, কালো টাকা উদ্ধারে কিছুই বাধা হতে পারে না, যদি ইচ্ছে থাকে।

শব্দছক ৩

রবি দাস

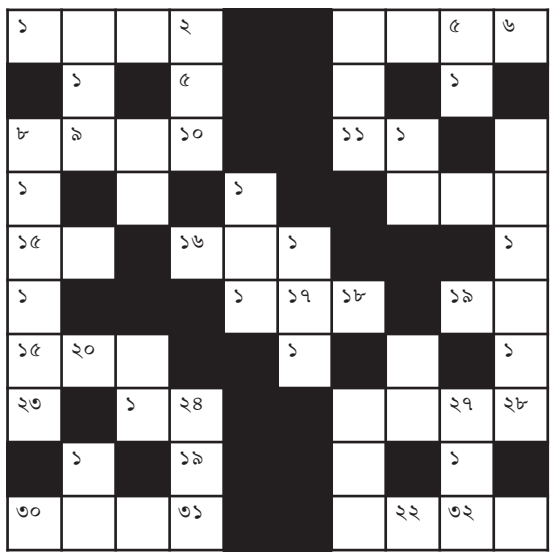

পাশাপাশি: ১. অনিমন্ত্রিত ৪. জ্বালানো অবস্থা ৬. মঙ্গল উপদেশ ৮. মৌ ১২. কারণ ১৩. দীর্ঘ ১৪. বনে জাত ১৬. শহর ১৭. শিশির ১৮. ভর ২১. কণ্ঠ ২৩. মহা সমারোহ ২৬. বারংবার ২৭. ছবি আঁকিয়ে
ওপর-নিচ: ২. ক্ষৌরকার ৩. নৌকা ৪. শুরু ৫. প্রাপ্তি ইচ্ছা ৬. হিমজনিত ৭. অনুগত ৯. সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড ১০. বেজায় ১১. মুখমণ্ডল ১৫. বিশ্ব ১৯. পাহাড় ২০. ভালোবাসা ২২. ঘুড়ির সুতো গোটানো হয় যাতে ২৩. ধুনোদানপাত্র ২৪. ধারণকারী ২৫. পুস্তক

সমাধান ২ — পাশাপাশি: ১. দীপ ২. অবিকার ৫. কবি ৭. তাত ৮. তাল ১০. পানরত ১১. শোধ ১৩. বরদ ১৪. লাজুক ১৫. সঙ্গ ১৬. পক্ষ ১৭. ছবি ১৯. রিক্ত ২০. তিলক ২২. জড়তা ২৩. কাকা ২৪. ক্ষমাহীন ২৭. পল ২৯. নর ৩০. নানা ৩১. হিতকর ৩২. রণ
ওপর-নিচ : ১. দীনতা ৩. বিতান ৪. কাতর ৬. বিরোধঝ ৯. লবঙ্গলতিকা ১০. পাদপ ১১. তলা ১২. শোকপরিতাপ ১৮. বিজন ২১. কক্ষ ২৩. কামনা ২৫. মানত ২৬. হীরক ২৮. লবণ

আজকের দিন

■ **১৯৮৪** — ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কীটনাশক কারখানা থেকে মিথাইল আইসোসায়ানেট লিক হয়ে একটি মারাত্মক গ্যাস মেঘ নির্গত হয়।
■ **১৯৭১** — ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমান বাহিনী ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়।
■ **১৯৯২** — নীল প্যাপওয়ার্থ তার সহকর্মীকে প্রথমবারের মতো এসএমএস (শর্ট মেসেজ সার্ভিস) পাঠিয়েছিলেন, যেখানে লেখা ছিল 'মেরি ক্রিসমাস'।

জন্মদিন

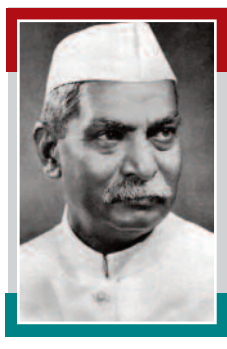

রাজেন্দ্র প্রসাদ

১৮৮৩ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর জন্মদিন।*
১৮৮৪ *ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মদিন।*
১৯৮২ *মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় মিতালি রাজের জন্মদিন।*

জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ

শতরঞ্জ খিলাড়ির সংখ্যালঘু বোড়ে

সুবীর পাল

'গোপন কথাটি রবে না গোপনে, উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।' এমন রবীন্দ্র সঙ্গীত কি ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদের বিধানসভা আসনগুলোর নিরিখে। গেরুয়ার মদতপুষ্ট গোপন অথচ নীরব সংখ্যালঘু গোঁজের সন্ধানে সন্ধানে। এমনই হাওয়া যে অধুনা উত্তুরে বাতাসকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। শুধু অনেক নয়। অনেক, অনেক, অনেক জল অনর্গল বয়েই চলেছে। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদের বুক চিরে। কুল কুল করে। অবিরাম গৌরবের স্রোতস্বিনী হয়ে।

আরে কি যেন শুনলাম কথাটা। 'গৌরবের?' হ্যাঁ ঠিকই গৌরবের। যথার্থই গৌরবের। রাজা সুরথের পদাঙ্কিত এই গঙ্গা অববাহিকার পবিত্র দ্বিখণ্ড ভূমির প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে যে গৌরবের মহিমান্বিত কার্পেট আজও পাতা রয়েছে বহুল চর্চিত পরিভাষায়। কি জঙ্গিপুরের কিই বা মুর্শিদাবাদের। সে যেন গৌরব উপকথার সার্থক দুই শুকসারী। দুই বা বলি কি করে? বরং নিঃসংকোচে বলা যেতেই পারে, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ দুই টুকরো ধরিত্রী নয়। এ যেন দুইয়ের মধ্যে এক অনন্য যোগসূত্রের। কি চরিত্রে। কি সংস্কৃতিতে। কি জীবনধারায়। কি পরিচয়ে। কি ঔদার্যে। কি অবস্থানে।

তবু এই দ্বিজ হরিহর আত্মার ভূমে রয়ে গেছে দুই পৃথক প্রশাসনিক নগরী। তাই ভারতীয় নির্বাচন কমিশনও বা বাদ যায় কেন। তারাও করলো ফালাফালি। চেরাচেরি। সুতরাং গণতান্ত্রিক জঠরে এখানে জন্ম নিল পাশাপাশি দুটি লোকসভা কেন্দ্র। প্রথমটি যদি তাহলে জঙ্গিপুর হয় তবে অপরটি অবশ্যই যে মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদ জেলার খুব যে হাই প্রোফাইল এলাকা তা কিন্তু মোটেও নয়। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে এখানে আমআদমির মধ্যে ভারতীয় সংখ্যালঘুরাই স্থানীয় ভাবে সংখ্যাগুরু। অর্থাৎ এটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে চির পরিচিত। ফলে ভোটের হাটে বাজারে এ হেন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রটি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর যোগ বিয়োগের শতকরা হিসেবের অন্ত নেই। উদ্দেশ্য একটাই, যেনতেন প্রকারেণ সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের পক্ষে চাহিয়েই চাহিয়ে। নিদেন পক্ষে প্রাপ্তি যোগ্যের অবকাশ না থাকলে এখানকার ভোটে 'ডিভাইড এন্ড রুল'এর সাপলুডোর কাটাকুটি তো খেলা যেতেই পারে। তাই না?

সে যাক। ভোটের কথা মনে এলে জঙ্গিপুর কিন্তু অন্য একটি আঙ্গিক থেকে প্রকৃতই ঐতিহ্যময়। যা রাজ্যের বাকি একচল্লিশটা লোকসভা কেন্দ্র সেই গরিমা আজও বহণ করতে অসমর্থই রয়ে গেছে। আসলে জঙ্গিপুরের সঙ্গে নয়া দিল্লির রাইসিনা হিলে অবস্থিত দেশের প্রথম নাগরিকের বাসভবণের এক নিবিড় স্বতন্ত্র সংযোগ রয়ে গিয়েছে। বিষয়টি না হয় খুলেই বলি। এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০০৪ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রথম ভোটে জিতে পার্লামেন্টের সদস্য হোন। ২০০৯ সালেও একই লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি কংগ্রেসের টিকিটে জিত হাসিল করেন। এরপরেই ভারতের ইতিহাসের খাতায় জঙ্গিপুর অনায়াসে অনুপ্রবেশ করে ফেলে রাষ্ট্রপতির গ্ল্যামারাস অধ্যায়কে বগলদাবা করে। কারণ ২০০৯ সালে সেখান থেকে জেতার পর একজন সাংসদ থাকাকালীন প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বিবেচিত হোন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তারপর সবটাই এক বর্ণময় অধ্যায়। জঙ্গিপুরের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৩তম ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১২ সালের ২৫ জুলাই শপথ গ্রহণ করেন। এ যাবৎ স্বর্গীয় প্রণব মুখোপাধ্যায় হলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে একক এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতি ভবণের বাঙালি বাসিন্দা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তবে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই মনে পড়ে যায় বাংলার নবাবী আমলের কথা। যেখানে দেশের ইতিহাস থমকে যায়। এই ভূমেই স্বাধীনতার সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবে যায় দুশো বছরের গ্লানির ইজারাকে পুঁজি করে। এই লোকসভা এলাকায় প্রায় ৬৬ু বসবাসকারী মানুষ হলেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার এখানকার গণদেবতাদের মধ্যে শিক্ষার হার হচ্ছে ৫৮.৫৬ু।

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট হতে কিন্তু খুব বেশি দেরি নেই। কারণ চলতি বিধানসভার মেয়াদ মেরেকেটে অতিরিক্ত আর সাত মাস। এসআইআরয়ের কাজ বাংলায় সুষ্টু ভাবে সম্পন্ন হবার পরেই যে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাশিত ভাবে নির্বাচনী যুদ্ধ যুদ্ধ অফিসিয়াল মরশুম আরম্ভ হয়ে যাবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ এই দুটি লোকসভার ভিতরে যে সমস্ত বিধানসভা আসন রয়েছে গেছে সেগুলো কিন্তু আদতে সংখ্যালঘুদের একটা সমবেত মর্জির উপর অধিকাংশ সময়ে নির্ভর করে আসছে। এখানকার ভোটদাতারা আসলে বড্ড বেশি রক্ষণশীল ও ইউনাইটেড। এই দৃষ্টান্তের প্রবণতা অবশ্য রাজ্যের অন্যান্য সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত ভোট কেন্দ্রে দেখা মেলা ভার। এখানকার ভোটদান পর্ব কাগজে কলমে না হলেও অনেকটাই ধর্মীয় মতামত নির্ভর ইস্যুতে পরিণত হয়ে আসছে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক সময়ধারার মাধ্যমে।

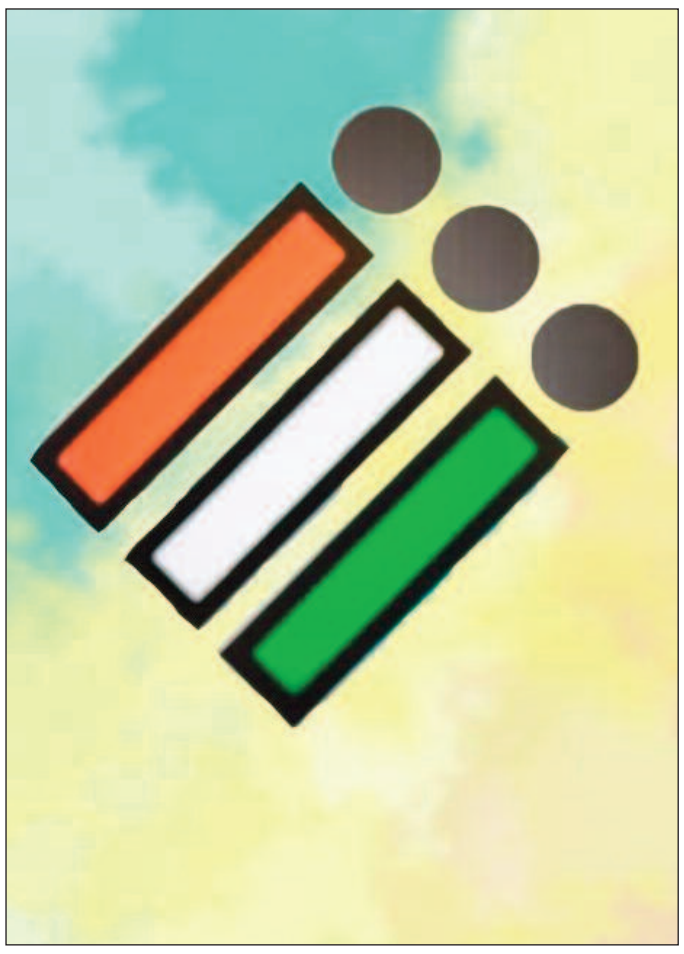

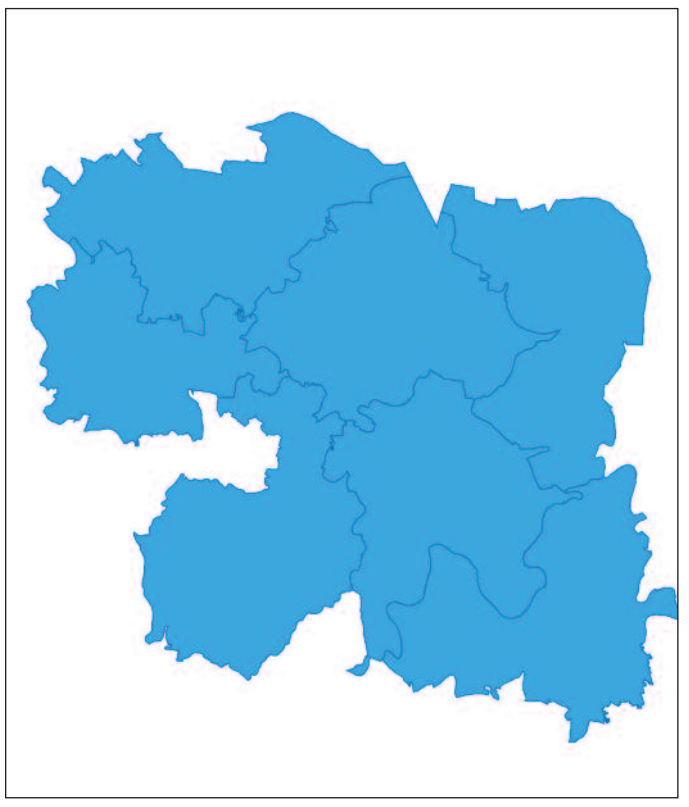

আগত বিধানসভা ভোটের লড়াইটা কিন্তু এবার মূলতঃ হতে চলেছে তৃণমূল বনাম বিজেপির মধ্যে। একসময়ে এই দুই লোকসভা অঞ্চলের বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে কংগ্রেস এবং বামেদের ভিত্তি ছিল প্রশ্নাতীত ভাবে দুর্দমনীয়। অথচ আজ দুটি দলই প্রায় এখানে অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। মুখে স্বীকার না করলেও বাস্তবতার প্রখরতায় বিজেপি বিলক্ষণ জানে, এখানকার বিধানসভার আসনগুলোতে একচেটিয়া ক্ষমতা লাভের স্থিতু অবস্থা লাভ করার বাসনা অনেকটাই তাদের কাছে জলের উপর আলপনা আঁকা প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তারা এখানে তৃণমূলের একচ্ছত্র সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে কিভাবে নানান মুসলিম ড্যামি ভোট প্রার্থী গুঁজে দিয়ে বড় ফাটল ধরাতে পারে, তাই নিয়েই তলে তলে চালাচ্ছে এখন বহুবিধ অবিশ্বাস্য রসায়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা। তাই বলে তৃণমূলও তাঁদের বর্তমান ঘাঁটি নিয়ে নিশ্চিন্তে চুপ করে বসে নেই। সবুজ থিঙ্ক ট্যাঙ্কও ঠারেঠোরে মেনে নিয়েছে, আগামী ভোটেও তাদের রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকার সম্ভবনা প্রবল সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। ফলে সেই ভোট-রক্তালপ্তার ঘাটতি কিন্তু তাদের মেটাতেই হবে বাই হুক এন্ড কুক এই দুই দুধেল গাইয়ের চরা ভূমিতে। ফলে ঘাস শিবির যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতেও প্রস্তুত মানসিকতায় সর্বস্তরে এখানে ম্যানেজ ম্যানেজ খেলায় এখনই নেমে পড়েছে একেবারে খেলা হবে খেলা হবে ফুরফুরে মেজাজে।

১৯৭৭ সাল থেকে জঙ্গিপুর লোকসভার ভোটারেরা সিপিএমকে উড়াজ করে সমর্থন করেছিল। তবে মাঝে ১৯৯৬ সালে ছন্দপতন ঘটে সিপিএমের। তখন কংগ্রেস এই আসনটি ছিনিয়ে নেয় সিপিএমের থেকে। ২০০৪ ও ২০০৯ সালে কংগ্রেসের জয় এখানে ছিল অপ্রতিরোধ্য। ২০১২ সালে সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এরপর ২০১২ সালের উপনির্বাচন সহ ২০১৪ সালে জঙ্গিপুর কিন্তু কংগ্রেসের গলায় বিজয় মাল্য পরিয়ে ছিল। তারপর? পরপর দুইবার ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল চুটিয়ে সবুজ রসগোল্লা বিলিয়ে ছিল সিপিএম ও তৃণমূলের পাশা উল্টে দিয়ে। তবে উল্লেখ এটাই সর্বশেষ লোকসভা ভোটে বিজেপির ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা সবাইকে চমকে দিয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তাদের ঝুলিতে জমা পড়ে ২৮.৮৮ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ ৩,৪০,৮১৩ জন মানুষের জনসমর্থন কুড়িয়ে নিয়েছিল জঙ্গিপুরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে। যা বহু ভোট কুশলীকেই হতভম্ব করে দিয়েছিল তখন। আবার ২০১৯ সালেও বিজেপির উত্থান ছিল কংগ্রেস-সিপিএমকে পিছনে ফেলে একেবারে দ্বিতীয় স্থানে। ২০২৪ সালে এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১৮,০৫,৩৬০জন। এখানে তৃণমূল পায় ৫,৪৪,৪২৭টি ভোট। সুতরাং ৩৯.৭৫ শতাংশ ভোট সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও হাত চিহ্নে ৩১.২৩ শতাংশ ভোট মজুত হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষে ৪২৭৭৯০ জন মানুষের আশীর্বাদ থাকায়। ফলে এখানে ঘাসফুল জেতে ১,১৬, ৬৩৭টি অধিক ভোটের পার্থক্যে।

কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল এখানে কোনও বিরোধীকে একটি দাঁতও ফোটাতে দেয়নি। এখানকার সাতটি আসনের মধ্যে সাতটিতেই যথা সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম এবং খড়গ্রামে টিএমসি জয় হো জয় হো গান গেয়েছে দাপটের সঙ্গে। তবে তৃণমূল বিধায়কের আচমকা মৃত্যু ঘটলে ২০২৩ সালে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী সাগরদিঘির উপনির্বাচনে জিত মুঠো বন্দি করে। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলায় উপনির্বাচনে জেতা সেই কংগ্রেস বিধায়ক আবার দলবদলের মাধ্যমে মানুষের সেবা করতে চেয়ে তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরেন কি অদ্ভুত পরিতৃপ্তিতে।

অবশেষে ২০২১ সালের নবান্ন মুষ্ঠিবদ্ধ করার দাবিতে সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম এবং খড়গ্রাম আসনে তৃণমূল বিজয়ের তুমুল একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল বিরোধীদের সঙ্গে ব্যাপক ফারাক ঘটিয়ে। ওই আসনগুলোতে তারা বিরোধী পক্ষকে যথাক্রমে ৭০,৭০১, ৯২,৪৮০, ৯৮,৩১৩, ৫০,২০৬, ৬০,৭০৭, ৩৫,৫৩৩ আর ৩২,৫৭৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে।

জঙ্গিপুরের মতো মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটিও একদা ছিল সিপিএমের দুর্ভেদ্য লাল দূর্গ। শুরুটা সেই ষাটের দশক। সেই থেকে টানা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ তার সাংসদ বেছে নিয়েছিল সিপিএম থেকে। কিন্তু বিধি বাম হয়েই উঠলো ২০০৪ ও ২০০৯ সাল। এই দুই ক্ষেত্রেই কংগ্রেস হারিয়ে দেয় সিপিএমকে। কিন্তু ২০১৪ সালে সিপিএম ফের ফিরে পায় তাদের হারিয়ে যাওয়া আসন মুর্শিদাবাদকে। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সেই জয় বেশি দিন ভাগ্যে সইলো না। এরপর রাজ্যের শাসক তৃণমূলের পূর্ণ গ্রাসে চলে যায় এই কেন্দ্রটি পরপর দুই দুইবার ২০১৯ সহ ২০২৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৮,৮৮,০৯৭। এর ৩৩.৬২ শতাংশ শতাংশ মানে ৫, ১৮,২২৭টি ভোট পায় সিপিএম প্রার্থী। সেখানে তৃণমূল পেয়ে যায় ৬,৮২,৪৪২টি ভোটারের হাতযশ বলতে ৪৪.২৭ শতাংশ ভোট। অঙ্কের হিসেবে তাই এই সিটে তৃণমূল বিজয়ী হয় ১,৬৪,২১৫ ভোট ফারাকের সুবাদে।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই লোকসভার অভ্যন্তরে সবচেয়ে বড় চমক ছিল মুর্শিদাবাদ বিধানসভা আসনে বিজেপির জয়লাভ। মুর্শিদাবাদ বরাবরই সংখ্যালঘুদের সংখ্যাধিক্য অঞ্চল হিসেবে সুবিদিত। ঠিক সেই আসনেই গেরুয়া ঝড় বিপক্ষ শিবিরকে এভাবে কচুকাটা করবে তা অনেকেই আগাম ভাবতেই পারেননি। যদিও বাকি ছয়টি আসন বলতে ভগবানগোলা, রানিনগর, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি এবং করিমপুরে তৃণমূলের জয়জয়কার ছিল দেখার মতো। তথ্যভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্যই বলতে হয় গত বিধানসভা নির্বাচনী ময়দানে ২,৪৯১টি অতিরিক্ত ভোট পেয়ে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদ আসনে পদ্মফুল ফুটেছে নির্দ্বিধায়। অন্যদিকে ভগবানগোলা, রানিনগর, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি এবং করিমপুরে তৃণমূল জিতে যায় সংখ্যানুক্রমে ১,০৬,০০৮, ৭৯,৭০২, ১৪,০৬৬, ৪৭, ২২৯, ৭৯,২৭৬ এবং ২৩,৫৭৫টি অতিরিক্ত ভোট প্রাপ্তির কারণে।

এই পরিসংখ্যানের কানাগলিতে ঘুরঘুর করলে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা এলাকার বিধানসভা ভিত্তিক যে ছবিটা উঠে আসে তাতে একটা ইকুয়েশন পরিস্কার, এইসব এলাকায় শুধু কংগ্রেসের আবছা সাইনবোর্ড অধুনা টাঙানো নেই। সিপিএমও এসব এলাকায় এখন তাদের অতীতের হারিয়ে যাওয়া করুণার ছায়া মাত্র। সুতরাং এটাই নিরপেক্ষ যে, আগামী ছাব্বিশের নীল সাদা বাড়ির মসনদ দখলের পাঞ্জা লড়াইয়ে অন্তত এখান থেকে ফুল ফর্মের অ্যাডভান্টেজে রয়েছে ঘাসফুল প্রেমীরা। তবে এখানে কিন্তু ঘুমন্ত সিংহ শাবকও রয়েছে। যেটি আবার কমল কুঁড়ির একান্ত নিঃশব্দ সেবক লুকিয়ে চুরিয়ে। এখন সেই নয়া শাবক তো আবার ভোট কাটাকুটির গোপন দোস্ত খুঁজতে মরিয়া। বাইরে শত্রু অন্তরে বন্ধু ফর্মুলায়। তাহলে ছকবাজিটা বুঝতে পারছেন তো?

তবুও। তবুও এইসব সিংহভাগ বুথে বুথে সবুজিয়া ঘাসের চারণ ভূমিতে একটি আত্মপ্রত্যয়ের গানও কিন্তু বেশ নিঃশব্দে শোনা যায় কান পাতলে, 'আমরা করবো জয় নিশ্চয়।'

চর্চাবাসর ৫

আভাস ✓	আভাষ ✓
ভাণ্ডার ✗	ভান্ডার ✓

আভাস, আভাষ দুটোই সঠিক। তবে, প্রথম বানানটা একটু বেশি পরিচিত। তবে, ভাণ্ডার নয়, ভান্ডার। সংস্কৃত 'ভান্ডাগার' থেকে এসেছে, অর্ধতৎসম শব্দ।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলাদেশ থেকে এসে ভুয়ো নথিতে প্রধান! কাঠগড়ায় তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে এসে পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তিকে বাবা-মা দেখিয়ে জাতিগত শংসাপত্র এবং ভোটার কার্ডে নাম তোলার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের হাট কালনা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডলের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে, প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বনমালী মণ্ডলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী সন্দেহে চার ব্যক্তির জন্য এনুমারেশন ফর্ম নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি ডেপুটেশন জমা দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী স্মৃতিকণা বসু অভিযোগ করেন, উনি (শ্রাবন্তী মণ্ডল) ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর জাতিগত শংসাপত্র এবং ভোটার কার্ড ভুয়ো নথি দিয়ে বানানো হয়েছে। এই ভুয়ো তথ্যের সঠিক প্রমাণ সামনে আনার দাবি নিয়েই তাঁরা এসডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন। বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় হালদারও একই সুরে দাবি করেন, ভুয়ো তথ্য সামনে দিয়ে তিনি প্রধান হয়েছেন। এখনও এনুমারেশন ফর্মও তিনি জমা করতে পারেননি।

বিজেপির পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, প্রধানের স্বামী বনমালী মণ্ডল সোহাগী মণ্ডল, সুমন মণ্ডল, জয় মণ্ডল এবং শ্যামল মণ্ডল নামের চারজনের জন্য এনুমারেশন ফর্ম তুলেছেন, যাঁরা নাকি সকলেই বাংলাদেশি। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাটকালনা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওঁরা আগে প্রমাণ করুক আমার ডকুমেন্টসগুলো ভুয়ো। তারপর আমি সব প্রমাণ দেব।' প্রধানের স্বামী বনমালী মণ্ডল ফর্ম তোলার বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও বাংলাদেশি হওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যাদের ফর্ম নিয়েছি তাদের মধ্যে দু'জন আমার আত্মীয় আর দু'জন প্রতিবেশী। তারা বাড়িতে ছিল না বলে সেগুলি নিয়েছি।' তারা সকলেই বাংলাদেশের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা প্রমাণ করুক ওরা বাংলাদেশি তারপর দেখা যাবে।

যাদের নিয়ে এত গণ্ডগোল, অর্থাৎ শ্রাবন্তী মণ্ডলের মা বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাপারী এবং তাঁর বাবা সচিন ব্যাপারী মঙ্গলবার কালনার মুক্তারপুর এলাকায় তাঁদের বাড়ির কাছে দেখা মেলেনি। আত্মীয়ের অসুস্থতার কারণে কেউই তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে।

বাঁকুড়ার সংস্থা লন্ডনের হাউস অফ্ লর্ডসে প্রশংসিত

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার অবদান এবার প্রশংসিত লন্ডনের হাউস অফ লর্ডস, প্যালেস অফ ওয়েস্ট মিনিস্টার। বাঁকুড়ার পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের একটি উদ্যোগ লন্ডনের হাউস অফ লর্ডসে বিশেষ প্রশংসিত হয়। এই সংস্থাটি জল সমৃদ্ধ ও সবুজ গ্রাম গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস এরাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক চর্চাকে পরিবেশ সুরক্ষা ও বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের কাজে যুক্ত করার চেষ্ঠা চালাচ্ছে। সংস্থাটি এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের মাধ্যমে সারা বছর পরিবেশ সুরক্ষার কাজে শিল্পীদের একত্রিত করা, এবিষয়ে গান, নাচ, নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করে চলেছে। একাজে ভারত সরকারের নেহরু যুব কেন্দ্র হাত মিলিয়েছে। সারা রাজ্যে প্রায় ৯০০০ এই কাজে যুক্ত।

সংস্থার সভাপতি সঙ্গীতা বিশ্বাস ও ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তাঁদের লক্ষ্য সকলের কাছে আবেদন জানানো নিজেদের জলাশয় নিজেরা সংস্কার করে চাষের জমি ও বাগানের মাটি আলগা রেখে বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানো। রাজ্যের কোথাও না-কোথাও এনিয়ে প্রচার চলছে। বৃষ্টির জল ধরার আগ্রহ বেড়েছে। এই প্রশংসাপত্র সংস্থায় আসার পর শিল্পীরা জড়ো হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে।

তাঁরা বলেন, মেয়েদের নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে চেষ্টা তাঁরা চালিয়ে আসছেন এটা তাই সাফল্য। পরিবেশ যেভাবে গরম হচ্ছে এবং জলাভাব বাড়ছে তাতে বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানো ছাড়া উপায় নেই। গ্রাম ও ছোট শহরগুলিতে বাড়ি ছাদে বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানোর মত উন্নত এখনও হয়নি। তাই প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য পুকুরে ও চাষের জমিতে বৃষ্টি জল ধরে রাখা। এতেই জল সমৃদ্ধ ও সবুজ ভারত গড়ে উঠবে। একতা গঙ্গোপাধ্যায় ও সঙ্গীতা বিশ্বাস জানান, বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানো, ব্যাঙ ও চড়াই পাখী বাঁচানো এবং জল অপচয় রোধ নিয়ে ১০৭ টি গান, ১৭ টি নাচ ও ১১টি নাটক তৈরি করা হয়েছে। এগুলি বিভিন্ন বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ও বিনা মূল্যে সিডি বিতরণ করে ও অনলাইনে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে ডিডি বাংলায় 'আমরাও পারি' নামে এক তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এই উদ্যোগে সামিল হয়ে গান গেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ কার্তিক দাস বাউল। সামিল হয়েছেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত শিল্পী রতন কাহার, স্বপ্না চক্রবর্তীর শিল্পীরা। এই সম্মানের আগে সংস্থাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত দপ্তর থেকে সেরা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে মেঘনাদ পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে পরিবেশ সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এনভায়রনমেন্টাল এক্সিলেন্সি অ্যাওয়ার্ড পায়।

শাশুড়িকে মা সাজিয়ে ভোটার কার্ড, ফাঁপরে ধর্মান্তরিত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: প্রেমের টানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার এক যুবক ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করেছিল হাওড়ার শ্যামপুর এক নম্বর ব্লকের রাজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণীকে। প্রেমিকার সঙ্গে ঘর বাঁধা হলেও পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ওই যুবক। তাদের সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। কিন্তু এসআইআরের গেরোয় এই মুহূর্তে ফাঁপরে ওই যুবকের ভবিষ্যৎ। জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ওই যুবকের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে পরিচয় হয় রাধাপুর এলাকার এক তরুণীর। এরপর প্রেমের টানে ওই যুবক বাড়ি ছেড়ে চলে আসে রাধাপুরে এবং ধর্মান্তরিত হয়ে তরুণীকে বিয়ে করে এবং শ্বশুরবাড়িতেই থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে শাশুড়িকে মা ও শ্বশুরকে বাবা পরিচয় দিয়ে রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হিসেবে ভোটার কার্ড করে। কিন্তু এসআইআর চালু হওয়ার পর ওই যুবকের ভোটার কার্ডে পিতৃপক্ষের লিঙ্ক খুঁজতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে যায় সবাই। প্রায় ১৫ বছর আগে আসা যুবকের আসল পরিচয় যে তা নয় তা পরিষ্কার হয়ে যায় স্থানীয় মানুষের কাছে ওই যুবকের স্বীকারোক্তির মধ্যেই। আর এই বিষয়টি উঠে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে শ্যামপুর জুড়ে। আইন মেনে ওই যুবককে ভোটার করা হয়েছে কিনা তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। যদিও যুবকের বর্তমান পরিচয়ে এসআইআর ফর্ম পূরণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বিশেষ সূত্রে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

শ্রীমতি মানসী শর্মা, অ্যাডভোকেট সোল আর্বিট্রেটর
দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার (ডিআইএসি)
কেস রেফা. নং. ডিআইএসি/১০৩৮২/০৫-২৫

সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আর্বিট্রেশন বিষয়ে :
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড ... দাবিদার
বনাম
ছাপ্পান ভোগ এবং অন্যান্য ... বিবাদীগণ
প্রতি,
ছাপ্পান ভোগ,
২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি একতলা, দোকান নং স্রোয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৭।
ই-মেল: chhappanbhog@hotmail.com, ফোন : ৮০১৭৩৯০০০০
রাঘব শরাফ,
৪র্থতল, ১২৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯,
ফোন : ৮০১৭৩৯০০০০
ইমেল : chhappanbhog@hotmail.com, ফোন : ৮০১৭৩৯০০০০
রশ্মি শরাফ,
৪র্থতল, ১২৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯,
ফোন :৯৮৩০১১০০০০
ইমেল : chhappanbhog@hotmail.com, ফোন : ৮০১৭৩৯০০০০
মহাশয়/মহাশয়া,
যেহেতু, আপনাদের বিরুদ্ধে দাবিদার তার এসওসি দাখিল করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট এই ট্রাইবুনাল সমীপে অমীমাংসিত রয়েছে, নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও আপনাদের পক্ষে কোনও ব্যক্তি মহামান্য আর্বিট্রেটর সমীপে ০১.১১.২০২৫ তারিখে হাজির হননি। সুতরাং, আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত পরবর্তী শুনানির তারিখ ০৫.১২.২০২৫ বিকেল ৪ টায় ডিআইএসি, হাইকোর্ট দিলিল সমীপে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এই ট্রাইবুনাল সমীপে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং সময়ে হাজির হতে ব্যর্থ হলে বিষয়টি একতরফাভাবে পরিচালিত হবে।
দাবিদারের পক্ষে পরামর্শদাতা কর্তৃক অনুরোধ মতে নির্দেশ ৫ রুল ২০ সিপিসি অধীনে অনুমোদন করা হয়েছে।
দাবিদার কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে এক ইংরেজি এবং স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্রে নোটিশ প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।
সংশ্লিষ্ট এই নির্দেশের সঙ্গে নোটিশের একটি কপি সংযুক্ত করা হয়েছে।
ডিআইএসি, হাইকোর্ট -দিল্লিস্থ তালিকাভুক্ত ০৫.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪ টায়।

স্বা/-
মানসী শর্মা
সোল আর্বিট্রেটর

তারিখ : ০১.১১.২০২৫

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: + ৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে যে সকল ভৌত আকারে শেয়ার দাখিল পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল এবং অপ্রতুল নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে বাতিল বা ফেরত বা ব্যবস্থিত হয়নি সেগুলি পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য।

০৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়কালে, সমস্ত পুনর্নথিভুক্ত করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তর অনুরোধ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।

পুনর্নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

যোগাযোগের ঠিকানা	
সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, "সিমপ্লেক্স হাউস" ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. F3020

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.১২.২০২৫

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি৩)
৯মতল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা -৭০০০৭১
রেফা. কেস নং আরপি/৬৩৭/২০১৯
(ওএ নং . ৯০৫-২০১৫ সালের)
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স অধিকারী নার্সারি এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **নির্দেশ নং ২৪ তারিখ ০৭.১১.২০২৫** অনুযায়ী নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য :

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি মৌজা : কঙ্গনবেড়িয়া, জেএল নং ৪১, তৌজি নং ৯৩, থানা : বিষ্ণুপুর, এলআর খতিয়ান নং ১৮২৭, দাগ নং ৪৪৪, জমির পরিমাপ ১১ ডেসিমেল , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার -বিষ্ণুপুর সমীপে নথিভুক্ত **শ্রী সুতনু অধিকারীর নামে** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৩০১৩ থেকে ৩০২৫, দলিল নং ৪৮৬৮-২০০৮ সালের।

সম্পত্তিটি "**যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে**" ভিত্তিতে এবং **০৭.১.২০২৫** তারিখে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারিকৃত বিক্রয় ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

বিক্রয় আয়কর আইন, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং পরবর্তী শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। সম্পত্তিটি তফসিলে নির্দিষ্ট লটে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। সম্পত্তির একটি অংশ বিক্রি করে আদায়যোগ্য পরিমাণ পূরণ হলে, অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হবে। সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্য **৫,০০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ টাকা)।

আগ্রহী ক্রেতাদের তাদের অফারগুলি সিল করা খামে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সাথে বায়না জমা (ইএমডি) **১২.০১.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ২টায়, "রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতা"** এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে **৫০,০০০.০০ টাকা** এবং **কলকাতায় প্রদেয় হবে,** সাথে দরপত্র আবেদনপত্র এবং সম্পত্তির বিবরণ, প্যান কার্ডের কপি। ঠিকানার প্রমাণপত্র এবং পরিচয়পত্র। ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে অথবা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব / আইনজীবী নিশ্চিতকারী অন্য কোনও নথি এবং এই ধরনের জমার রসিদ / কাউন্টার ফাইল সিল করা খামে আদায় কর্মকর্তা, ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল - III, কলকাতার ঠিকানায় হাতে হাতে অথবা রেজিস্টার্ড/স্পিড পোস্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এরপর জমা করা ইএমডি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে না। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১২.০১.২০২৬** তারিখ বা তার আগে ট্রাইব্যুনালের অফিসে এবং দর বৃদ্ধি সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ অর্থাৎ **৫.০০০.০০ টাকা**।

সফল দরদাতাকে পরবর্তী তারিখ অর্থাৎ দুপুর ২.৩০টা নাগাদ বাতিল হলে ইএমডি সমন্বয়ের পর বিক্রয় অর্থের ২৫ শতাংশ উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তাহলে পরবর্তী প্রথম অফিসের দিনে। এরপর, ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ তম দিন বা তার আগে বাকি ৭৫ শতাংশ বিক্রয় অর্থ জমা দেবেন, ওই দিনটি ব্যতীত, অথবা যদি ১৫ তম দিন রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন হয়, তাহলে ১৫ তম দিনের পর প্রথম অফিসের দিনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রেতাকে পাউন্ডেজ ফি রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতার কাছে ২ শতাংশ পর্যন্ত ১.০০০/- টাকা এবং অতিরিক্ত ১.০০০/- টাকা এবং ২০০/- টাকা ডিডির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার, ডিআরটি - III, কলকাতার অনুকূলে জমা দিতে হবে।

অযৌক্তিক প্রমাণিত হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনও বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়ের খরচ পরিশোধের পর জমাকৃত অর্থ, নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করলে, সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের যে কোনও অংশের সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবেন। নতুন বিক্রয় ঘোষণা জারি করার পরে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে।

আগ্রহী ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য তনুশ্রী ঘোষ, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নং ৯৮৯২৫ ৮৪৮৮৪, ই-মেইল ubin0554731@unionbankofindia.bank, শাখা ঠিকানা ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২য় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৫.১২.২০২৫ থেকে ২০.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ব্যাংক অফিসারের সাথে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় **১৪.০১.২০২৬ তারিখে ১১টা থেকে ১টা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় ৩ মিনিট করে বাড়ানো হবে এবং বিডিং "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" এর মাধ্যমে মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি. **https://drt.auctiontieer.net** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করা হবে, বিজনেস স্পেস, বি-৭০৫. ওয়াল স্ট্রিট II, ওরিয়েন্ট ক্লাবের বিপরীতে, গুজরাট কলেজের কাছে, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৬, গুজরাট, **যোগাযোগ ব্যক্তি শ্রী প্রবীণ কুমার থেভার, মো. নং. ৯২৬৫৫ ৬২৮১৮ / ৯২৬৫৫ ৬২৮২১, ই-মেইল praveen.thevar@auctiontixer.net, support@auctiontiger.net হেল্প লাইন ৬৮১৩ ৬৮৪২/৬৮৩৭ / ৬৮৭৫।**

উপরোক্ত নিলাম, বিক্রয় ঘোষণা, ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা ফর্ম এবং বিস্তারিত শর্তাবলী এবং বিডিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.drt.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

তনুশ্রী ঘোষ, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নং. ৯৮৯২৫ ৮৪৮৮৪, ই-মেইল ubin0554731@unionbankofindia.bank। শাখার ঠিকানা : ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২য় তল, ৫৫/৫৮ এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ই-নিলাম সমন্বয়ের জন্য মনোনীত হয়েছে।

আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরে, এই তারিখে প্রদত্ত ০৭.১১.২০২৫।

স্বা/- প্রদীপ কুমার মন্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১,
www.pnbindia.in

শাখা বিও হরিহরপাড়া (০৩৩৪২০) এর স্থানান্তরের নোটিশ

নিম্নোক্ত শাখার সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাহক এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের শাখা অফিস থেকে যেমন সারণিতে প্রদত্ত মতে ব্যাঙ্কির কার্যাবলি পরিচালনা শুরু হবে **০১.০২.২০২৬** থেকে।

শাখা স্থানান্তরিত হবে	ব্যাঙ্কিং কার্যাবলি চালিত হবে/ ব্যবসায়িক লেনদেন (স্থানান্তরিত শাখায়) সম্পাদিত হবে	স্থানান্তরিত শাখার ঠিকানা	স্থানান্তরিত শাখার যোগাযোগ নং	স্থানান্তরের আনুমানিক তারিখ
বিও : হরিহরপাড়া (০৩৩৪২০)	বিও : হরিহরপাড়া (০৩৩৪২০)	গ্রাম ডুবোপাড়া চোয়া, পো : হরি হরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১২১	৮৮৫১৪৩৬৯৫৬/ ৭০৬৩৬৮০৬০৪	০১.০২.২০২৬

সংশ্লিষ্ট অসুবিধার কারণে দুঃখিত

তারিখ ০২.১২.২০২৫
স্থান : মুর্শিদাবাদ
ডে.সার্কেল হেড

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং : ওএ/১০৬/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ১৫৭৮
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
মহম্মদ শামিম আলি
স্বত্বা : তৌফিক হার্ডওয়ার এবং অন্যান্য
প্রতি
১) মহম্মদ সামিম আলি, স্বত্বা : তৌফিক হার্ডওয়ার এবং অন্যান্য--পিতা আবদুল কাশেম, নিবাস গ্রাম : মঙ্গলজান ঘোড়শালা, পো ঘোড়শালা,থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২৩৫।
২) মাসুমা বিবি, স্বামী মহম্মদ সামিম অলি, গ্রাম : মঙ্গলজান ঘোড়শালা, পো ঘোড়শালা,থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২৩৫।
যেহেতু, ওএ/১০৬/২০২৫, **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **৪১,৯৪, ৬২৯.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) আপনাদের ক্রম নং ৩এ মূল আবেদনের নির্দিষ্ট সম্পদ এবং সম্পত্তি অতিরিক্তে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পদের বিবরণ দাখিল
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তিসমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **০৭.০১.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৮.১১.২০২৫।
স্বা/-অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং : ওএ/১০৭/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ১৫৭৯
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
রোকিয়া বিবি
স্বত্বা : রোকিয়া প্লাস্টিক এবং অন্যান্য
প্রতি
১) রোকিয়া বিবি, স্বত্বা : রোকিয়া প্লাস্টিক এবং অন্যান্য--স্বামী আজাদ শেখ, নিবাস গ্রাম এবং পো : ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২৩৫।
২) শ্রীমতী তোহামিনা বিবি, স্বামী উমর শেখ, নিবাস গ্রাম এবং পো : ঘোড়শালা, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২৩৫।
যেহেতু, ওএ/১০৭/২০২৫, **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **৪২,৮৯, ৮০৫.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) আপনাদের ক্রম নং ৩এ মূল আবেদনের নির্দিষ্ট সম্পদ এবং সম্পত্তি অতিরিক্তে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পদের বিবরণ দাখিল
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তিসমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **০৭.০১.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৮.১১.২০২৫।
স্বা/-অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP) for Middle income groups;
Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.
In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
06 Dec 2025	Physical	5:30 PM	7:30 PM	Kreta Suraksha Bhawan, NNICE Building (Gr. Floor) Joraghat, Chinsurah, Dist- Hooghly, Pin -712101.

For any queries/ clarifications please contact : Anurag Somaiya - 9674966362

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND
One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP) for Middle income groups;
Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.
In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
06 Dec 2025	Physical	10:30 AM	12:30 PM	Kreta Suraksha Bhawan, NNICE Building (Gr. Floor) Joraghat, Chinsurah, Dist- Hooghly, Pin -712101.

For any queries/ clarifications please contact : Anurag Somaiya - 9674966362

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND
One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.co.in

অতিরিক্ত লকার ভাড়া পরিশোধের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	ঠিকানা	অতিরিক্ত লকার ভাড়া	নোটিশ প্রেরণের বিস্তারিত	হইতে	শাখা
১	অলোক চক্রবর্তী	উষা ভবন বাই লেন, রাসডাঙ্গা, আসানসোল, বার্নপুর	৯০০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	০৩/০৫/২০২০	বার্নপুর
২	তরুণ কুমার লাহিড়ী	বেলা ভবন, পুরণহাট, বার্নপুর	৯০০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	০৬.০১.২০২০	বার্নপুর
৩	প্রেম কুমার সিনহা	নিউ টাউন আরডি.৩, ই ৩/৬ , বার্নপুর, পশ্চিমবঙ্গ	৯০০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	১৩.১১.২০২০	বার্নপুর
৪	শিবদাস মুখার্জি	পূজা অ্যাপার্টমেন্ট চিত্রা আর এন রোড এর নিকট আসানসোল এমসি বার্নপুর বর্ধমান বার্নপুর	১০৫০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	০২.১১.২০১৯	বার্নপুর
৫	মঞ্জুশ্রী নিয়োগী	কেন্দুয়াদি মোড়, পো রূপনারায়ণপুর, জেলা: বর্ধমান	১২০০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	২০.০১.২০১৮	বার্নপুর
৬	দিলীপ কুমার গাঙ্গুলি	হীরাপুর পুলিশ স্টেশন, কিউ নং ১, বার্নপুর	৯০০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	২৪.০৯.২০২০	বার্নপুর
৭	ইযার সিং	নরসিংহ বাঁধ, বার্নপুর,	৬০০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	১৯.০১.২০২২	বার্নপুর
৮	রাম প্রসাদ শর্মা	নরসিংহ বাঁধ পো বার্নপুর,	৭৫০০	১০/০৫/২০২৪, ১৪/০৮/২০২৪, ১৮/০৬/২০২৫	০৯.০২.২০২১	বার্নপুর

"উপরে উল্লিখিত সকল লকার হোল্ডার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শাখাগুলিতে লকার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (যেমন কলাম ৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে)। আমরা উপরের টেবিলের ৫ নম্বর কলামটিতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে অতিরিক্ত লকার ভাড়া পরিশোধের বিষয়ে বিভিন্ন যোগাযোগ পাঠিয়েছি। তবে বিভিন্ন অনুস্মারক সত্ত্বেও তা পরিশোধ করা হয়নি। সমস্ত লকার হোল্ডারকে আবারও এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে উপরের টেবিলের ৪ নম্বর কলামটিতে উল্লিখিত অতিরিক্ত ভাড়া জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে ব্যাংক এই প্রকাশনা/বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ০৭ দিন পরে তাদের (লকার-হোল্ডারদের) খরচ, খরচ এবং চার্জ সম্পূর্ণরূপে তাদের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে লকারটি খুলবে।"

তারিখ : ০৩.১২.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L46620WB2024PLC268366
রেজি. অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১ টেলিফোন : (০৩৩) - ৪৬০৪ ১০৬৬,
ই-মেইল : cs@ganeshinfra.com ওয়েবসাইট : www.ganeshinfra.com

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেডের সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের সংশোধনী বুধবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের নোটিশের প্রতি, যা বুধবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৪টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে কোম্পানির এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং ("ইজিএম") আহ্বান করার জন্য নির্ধারিত। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী মেনে ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে ইজিএম নোটিশটি ইতিমধ্যেই প্রেরণ/ইমেল করা হয়েছে। সদস্যরা অবগত আছেন যে ইজিএমে লেনদেনের জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনে কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। তবে, শেয়ারহোল্ডারদের যাতে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে অথবা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেজন্য কোম্পানি এই সংশোধনীর মাধ্যমে ইজিএম নোটিশ ("সংশোধনী") এর মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অবগতির জন্য নীচে উল্লিখিত সর্বশেষ বাস্তব অবস্থানটি তুলে ধরা উপযুক্ত বলে মনে করছে।

ইজিএম নোটিশ জারির পর, কোম্পানিটি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০২ অনুসারে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির আইটেম নং ১ এর অধীনে ত্রুটি/অনুপস্থিত তথ্য খুঁজে পেয়েছে, যা ইজিএম নোটিশে অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের ভিত্তিতে ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু সম্পর্কিত। সেই অনুযায়ী, এই সংশোধনী কোম্পানির সদস্যদের জন্য জারি করা হচ্ছে। এই সংশোধনীটি ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের ইজিএম নোটিশ এবং শুক্রবার ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি সংবাদপত্র) এবং একদিন (বাংলা সংবাদপত্র) -এ প্রকাশিত পূর্ববর্তী সংশোধনী নোটিশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে এবং এটি পাঠ করা উচিত।

পরিবর্তনটি নীচে দেওয়া হল :

পৃষ্ঠা ৭ এবং ৮-এ

"বরাদ্দের জন্য প্রস্তাবিত ইক্যুইটি শেয়ারের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক এবং/অথবা যারা চূড়ান্তভাবে প্রস্তাবিত বরাদ্দকারীদের নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের পরিচয়"

প্রযোজ্য হিসাবে প্রস্তাবিত বরাদ্দকারীদের চূড়ান্ত সুবিধাজনক মালিকানার প্রকাশ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	বরাদ্দকারীদের নাম	ক্যাটাগরি	লাভজনক মালিকানা
১.	সিতালস্যাট ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড	নন-প্রমোটার	১. কিষাণ লাল পাসারি ২. সত্যেন্দ্র পাসারি ৩. নবরতন মাল পাসারি ৪. ওমপ্রকাশ আগরওয়াল

এই তারিখ থেকে, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের ইজিএম নোটিশ এবং শুক্রবার ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি সংবাদপত্র) এবং একদিন (বাংলা সংবাদপত্র) এ প্রকাশিত পূর্ববর্তী সংশোধনী নোটিশ সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এ আপলোড করা হচ্ছে। ইজিএম নোটিশের অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু, এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত / স্পষ্ট করা ব্যতীত অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেডের পক্ষে

তারিখ : ২ ডিসেম্বর, ২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু-কাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এসআইআর আতঙ্কে যারা মারা গিয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আর এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও করেন। মঙ্গলবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের ফুলবাড়ি এলাকায় শতবর্ষ পুরনো রাধানাথ জিও তারাময়ী মন্দিরের প্রায় ৩৫ ফিট একটি বজরংবলী মূর্তির উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের এই কর্মসূচি শেষ করার পর পুরাতন মালদা ব্লকের একটি বেসরকারি হোটেলে উত্তর মালদার দলীয় সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার আগে তিনি সেখানে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, 'মৃত এবং অবৈধ ভোটার রাখার জন্য কেউ যদি চাপ দিয়ে রাখেন, তা হলে বিডিওরা দিয়েছেন। তৃণমূলের নেতারা চাপ দিয়েছেন। নিরপেক্ষ

সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করে কার চাপে মারা যায় আমি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করছি।'

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'এক কোটি ২৫ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড রয়েছে। শুধু লক্ষ্মীর ভান্ডার নয় ১০০ দিনের কাজের টাকাও চলে গিয়েছে বাংলাদেশি মুসলিম অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছে। আমি হিসাব দিচ্ছি মুখ্যমন্ত্রীকে। আপনি ইউপিএ-টু তে ছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আপনাকে টাকা দিয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীর সরকার ২০১৪ থেকে ২০২৪ আপনাকে টাকা দিয়েছে ৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২২ -এর পর চুরি ধরা পড়েছে। ওই জন্য তদন্ত চলছে। এই সময়কালে মোদীজির সরকার ১০০ দিনের টাকা আপনাকে দিয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদী সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পে ৪০ লক্ষ বাড়ি ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমি প্রশ্ন করছি। আপনি এর উত্তর দেন। হাসিমারা এয়ারপোর্টের জন্য ২৫ একর জমি চেয়েছে ভারত সরকার, আপনি দেননি। মালদা, বালুরঘাট এয়ারপোর্ট থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বলেছে আপনি করতে দেননি। বাগডোগরাতে আরও একটি এয়ারপোর্ট করতে চেয়েছে আপনি জমি দেননি। দু'হাত তুলে পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আপনি কার বিরুদ্ধে আঙুল তুলছেন।'

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এরাজ্যে কল্যাণীর পর কেন্দ্র সরকার উত্তরবঙ্গের কোনও এক জেলায় এইমস তৈরির উদ্যোগি হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার জমি দেয় নি। উত্তরবঙ্গে নতুন করে হাসিমারায় বিমানবন্দর চালুর কথাও জানিয়েছিল মোদি সরকার। তাতেও উদাসীন রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। আসলে উত্তরবঙ্গে আসন কম, তাই এই দিকটিকে নিয়ে কোনও রকম উন্নয়নের আগ্রহ দেখাচ্ছে না তৃণমূল সরকার।

এদিন মালদার প্রসঙ্গ নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'গত কয়েক মাস আগে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দুর্বৃত্তদের হামলায় প্রচুর দোকান, বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। অত্যাচারিত হয়ে অনেকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। সেখানে পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে আমি গিয়েছি। বেছে বেছে মানুষদের চিহ্নিত করে আক্রমণ করা হয়েছে। সেই মোথাবাড়িতেই এবারে রামমন্দির হতে চলেছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ এগিয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে গত ১১ মাস আগে যে হামলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয় সে জন্য এখনও কেন্দ্রের আধা সামরিক বাহিনী ধুলিয়ান-সহ কয়েকটি জায়গায় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চাপ দিয়ে ওই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরে যাওয়ার জন্য বলছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে এরাজ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়। তাই এবারে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ওই দলকে ছুড়ে ফেলবে এ রাজ্যের মানুষ।'

মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রার পালটা প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রার পালটা ঠাকুরনগরে প্রতিবাদ মিছিল করবে বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, মিঠুন চক্রবর্তী, শান্তনু ঠাকুর উপস্থিত থাকবেন প্রতিবাদ মিছিলে। সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করলেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ।২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁতে এসআইআরের প্রতিবাদে সভা ও চাঁদপাড়ায় প্রতিবাদ মিছিল করেছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তার প্রতিবাদে আগামী ৬ ডিসেম্বর দুপুর ৩ টে থেকে চাঁদপাড়া ব্লক হসপিটাল থেকে ঠাকুরনগর বাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করবে। প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য মিঠুন চক্রবর্তী ও শান্তনু ঠাকুর।

মঙ্গলবার বনগাঁ জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রতিবাদ মিছিলের কথা ঘোষণা করলেন জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ এবং বনগাঁ মহকুমার চারটি বিধানসভায় ৭৯ হাজার মৃত ও স্থানান্তর ভোট আছে বলে জানিয়েছেন জেলা বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন মৃত ও স্থানান্তর ভোটের ওপরে নির্ভর করে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামীতে এই সরকারের পতন হবে। ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেবো আমরা। বিজেপির কর্মসূচি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে জন জোয়ার দেখে বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই মিছিল করতে আসছে। ওরা বুঝতে পারবে ওদের সঙ্গে মানুষ নেই।

'চেয়ারম্যান দূর হঠো' স্লোগানে ঝাঁটা হাতে মিছিল বাউরি সমাজের, পুড়ল কুশপুতুলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেজিয়া: রাজ্যের বাউরী কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বনাম ভাইস চেয়ারম্যান দ্বন্দ আরো তীব্র আকার নিল। পরিস্থিতি এমনই যে রাজ্য সরকার মনোনীত বর্তমান চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামলেন বাউরি সমাজেরই একাংশ। পোড়ানো হল চেয়ারম্যানের কুশপুতুলও। ভাইস চেয়ারম্যানের তরফে দেওয়া হাজার হাজার টাকার ভুয়ো গাড়ির বিল আটকে দেওয়াতেই এই কাণ্ড, দাবি চেয়ারম্যানের।

২০২১ সালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় বসবাসকারী বাউরি জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে এ রাজ্যের সরকার বাউরি কালচারাল বোর্ড গঠন করে। বোর্ডের জন্য প্রাথমিক ভাবে ৫ কোটি ও পরবর্তীতে আরও কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার। চলতি বছর অগাস্ট মাসে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে তৃণমূল নেতা দেবদাস দাসকে সরিয়ে সেই পদে বসানো হয় তৃণমূলের শিক্ষক নেতা দীপক দুলেকে। ভাইস চেয়ারম্যান করা হয় অপসারিত চেয়ারম্যান দেবদাস দাসকে। এরপর থেকেই কার্যত শুরু হয়ে যায় বোর্ডের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

চেয়ারম্যান বনাম ভাইস চেয়ারম্যান লড়াই এমন জায়গায় পৌঁছয় যে সভা পালটা সভা করে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তোপ দাগতে শুরু করেন বোর্ডের ওই দুই কর্মকর্তা। দ্বন্দ্বের জেরে সোমবার বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে হাজির হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ারও চেষ্টা করেন ভাইস চেয়ারম্যান দেবদাস দাস। জেলাশাসক সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণ না করায় সোমবারই বাঁকুড়ার মেজিয়ায় পথে নেমে চেয়ারম্যান অপসারণের দাবিতে সরব হন বাউরি সমাজের একাংশ। চেয়ারম্যান দূর হঠো স্লোগান তুলে সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার মেজিয়ায় মিছিল করে চেয়ারম্যানের কুশপুত্তলিকা পোড়ান বাউরি সমাজের একাংশ। তাঁদের দাবি বর্তমান চেয়ারম্যান শালতোড়ার প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন বাউরিকে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে কুলাঙ্গার বলে আসলে বাউরী জাতিকেই অপমান করেছেন।

অবিলম্বে চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁর অপসারণের দাবিও জানান বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বাউরি কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান দীপক দুলে। তাঁর দাবি, 'বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সম্প্রতি প্রায় ৪০ হাজার টাকার ভুয়ো গাড়ির বিল বোর্ডে জমা দিয়েছেন। সেই বিল আটকে দেওয়াতেই এখন ভাইস চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে আমাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করছেন।' ভাইস চেয়ারম্যান পালটা একহাত নিয়েছেন চেয়ারম্যান দীপক দুলেকে। তাঁর দাবি, তিনি পকেট থেকে টাকা খরচ করে বাউরি জাতির উন্নয়নের কাজ করেন। দুর্নীতির প্রসঙ্গে তাঁর পালটা দাবি, বর্তমান চেয়ারম্যান বাউরি জাতির মানুষের সঙ্গে একাধিক প্রতারণায় যুক্ত।

বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ড্রেন নির্মাণ ২৭ লক্ষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাম জমানোর সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির আমলে। বেশ কয়েক বছর ধরে নিকাশি সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি খানাকুলের রাজহাটি এলাকার ব্যবসায়ীরা। প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে হচ্ছে ড্রেন। আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো বাজার হচ্ছে রাজহাটি বাজার। বহু প্রাচীন দোনকান এখানে গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে বাজার। এই রকম এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের প্রধান সমস্যা ছিল নিকাশি ব্যবস্থার।

কেননা প্রাচীন জনপদ হওয়ায় বহু প্রাচীন কাল থেকে এখানে দোকান গড়ে ওঠার সাথে নতুন ভাবে বসতি গড়ে উঠেছে। জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেমেও মজে গিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই রাজহাটি বাজারে জল জমে গিয়ে সমস্যায় পড়ে সাধারণ মানুষ। ওই

জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থার জন্য বহু বার আবেদন করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। বাম থেকে তৃণমূল আমলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কেউ উদ্যোগ নেয়নি। তবে বিজেপি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতি দখল করার পর এলাকার বহু পুরানো সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে রাজহাটি বাজার এলাকার ড্রেনেজ সিস্টেমের সংস্কার প্রাধান্য পায়। এই জন্য খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মিত হচ্ছে ড্রেন। রাজহাটি বাজার থেকে পুরাতন ভীমতলা পযন্ত ড্রেন নির্মাণের কাজ হবে। এই বিষয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, রাজহাটি বাজার এলাকায় বিশেষত পুরাতন ভীমতলা এলাকায় প্রতিবছর বর্ষায় ডুবে থাকে। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পরেন। তাছাড়া রাজহাটি বাজার এলাকায় দিন দিন ঘনবসতি বাড়ছে। এই জন্য জল নিকাশি সমস্যা বাড়ছে। তাই বিজেপি পরিচালিত খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই ড্রেন নির্মাণ হচ্ছে।

খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রম্পা মণ্ডল বলেন, ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ওই এলাকার সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ কয়েক বছরের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে।

আইসিডিএস সেন্টারের বিরুদ্ধে মিলে অনিয়মিত ডিম দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পড়ুয়া, প্রসূতিদের মিড ডে মিলে ডিম দেওয়া হচ্ছে অনিয়মিত । বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে প্রসূতি ও অভিভাবকদের একাংশের মধ্যে। উখড়া গ্রামের ২৪৭ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের ঘটনা। অভিযোগ অস্বীকার সেন্টারের শিক্ষিকার।

উখড়া গ্রামের নাড়াস্থল মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে আইসিডিএস (২৪৭) সেন্টার । সেন্টারে রয়েছেন একজন শিক্ষিকা, একজন সহায়িকা। পড়ুয়া, গর্ভবতী ও প্রসূতি মিলে মিড ডে মিলে প্রতিদিন সেন্টারে রান্না হয় কমবেশি ২৫ জনের । বেশ কিছুদিন ধরেই ওই সেন্টারে মিড ডে মিলে অনিয়মিত ডিম দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে সেন্টারে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়াদের অভিভাবক ও প্রসূতিদের একাংশ। বুলা মণ্ডল, অঞ্জলি নন্দীরা বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে এই সেন্টারে মিড ডে মিলে অনিয়মিত ভাবে ডিম দেওয়া হচ্ছে। ডিম ভালোভাবে সেদ্ধ করা হয় না বলেও অভিযোগ তাদের। তারা বলেন, ডিম দেওয়া কেন হচ্ছে না এই বিষয়ে শিক্ষিকার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, ডিমের দাম বেড়েছে তাই নিয়মিত ডিম দেওয়া সম্ভব নয়। আশপাশের আইসিডিএস সেন্টারে ডিম দেওয়া হলে এই সেন্টারে কেন তা দেওয়া হবে না সেই প্রশ্ন তোলেন অভিযোগকারীরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন সেন্টারের শিক্ষিকা আলো দাঁ। তিনি বলেন, 'ডিম দেওয়া হয় না এই অভিযোগ মিথ্যা। ডিমের দাম বেড়েছে এই কথা অভিভাবকদের বলেছিলাম ঠিকই কিন্তু নিয়ম মেনে সপ্তাহে তিন দিন গোটা ও তিনদিন অর্ধেক ডিম মিড ডে মিলে দেওয়া হয়।' এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'সেন্টারে মিড ডে মিল নিয়ে কয়েকজন অভিভাবকের অভিযোগ পেয়েছি।' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দেন তিনি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিডিপিও প্রীতম সাঁতরাকে সাংবাদিকদের একাংশ বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, মিটিংয়ে ব্যস্ত এখন এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

রাস্তা বন্ধ করে শুভেন্দুর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে চলল একটি অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ইংরেজবাজার পুরসভার ব্যস্তবহুল রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকায় নাজেহাল হতে হলো কয়েক হাজার শহরবাসীকে। এমনকি শহরের ব্যস্তবহুল রাস্তা বন্ধ রেখে এভাবে মানুষকে নাজেহাল করার বিষয়টি নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই। যদিও সংশ্লিষ্ট মন্দির কমিটির সভাপতি অম্লান ভাদুরি বলেন, এদিনের এই কর্মসূচি প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ছিল বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়েই বজরংবলীর মূর্তি উন্মোচন করার। সেই মতোই তা করা হয়েছে। রাস্তা বন্ধের জন্য যানজট বা যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়।

এদিন দুপুরে শহরের ফুলবাড়ি এলাকার রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের যানবাহনে করে আসা পড়ুয়াদের অনেকটাই ঘুরপথে বাড়ি ফিরতে হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এই এলাকার রাস্তা বন্ধের জন্য অসুস্থ রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চলেছে অন্য একটি এলাকা দিয়ে। শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ফুলবাড়ি পাকুরতুলি এলাকায় এভাবেই রাস্তা বন্ধ করে অনুষ্ঠান করার প্রতিবাদ করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর সঞ্জয় দে। তিনি বলেন, ওই ধার্মিক অনুষ্ঠানে একটি বজরংবলীর মূর্তি উদ্বোধন করা হয়েছে। যেখানে সভাপতি রয়েছেন বিজেপির কাউন্সিলার। আর উপস্থিত ছিলেন ওই দলের বিধায়ক থেকে জেলা সভাপতিরাও। এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সুতরাং এখানেই বোঝা যাচ্ছে ধার্মিক অনুষ্ঠানের নামেও রাজনীতি করা হয়েছে। আমার ওয়ার্ডের এই মূর্তি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানটি হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে কোনরকম ভাবে কিছু জানানো হয় নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ২টা নাগাদ ইংরেজবাজার পুরসভার ফুলবাড়ি পাকুরতলি লেন এলাকায় শতাব্দি প্রাচীন রাধানাথ জিও তারাময়ী মন্দিরের প্রায় ৩৭ ফিট উচ্চতার একটি বজরংবলীর মূর্তি উদ্বোধন করা হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি তথা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরি নেতৃত্বেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই মন্দিরের বাইরের রাস্তার একটি জায়গা ঘিরে তৈরি হয় সভামঞ্চ। আর দুপুর সাড়ে বারোটা বাজতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ফুলবাড়ি যাওয়ার রাস্তার দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকা। আর এতেই বিপাকে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। নির্দিষ্ট সময় প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী। ততক্ষণে যেন পথচারী অসংখ্য মানুষদের অসন্তোষ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে। সেই রাস্তার সামনেই উপস্থিত মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কার্যত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ হয়ে থাকায় যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠেন বহু মানুষ।

একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাড়ির ছেলে মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে দুপুর ৩ টায় সর্বত্র যানজট ওই গুরুত্বপূর্ণ ফুলবাড়ি রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করেনি ফলে অনেকটা ঘুর পথে হয়রানি হয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে আনার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যদিও এপ্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এটা একটি ধার্মিক অনুষ্ঠান । সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । সেই মতো আমি গিয়েছিলাম। এখানে কোনও রাজনীতির বিষয় নেই।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটে গেল। কোমা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বলরাম বাগদিও জেলা পরিষদে এসে সভাধিপতি ফায়েজুল হকের সঙ্গে দেখা করেন। তীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে দলের স্বার্থেই নুরুলকে পাশে নিয়ে ঐক্যের বার্তা দিলেন। তুললেন ছবিও।

বাস পরিষেবার হাল দেখতে পরিদর্শনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এনবিএসটিসির বাস পরিষেবার হালহকীকত খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে এলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বালুরঘাটে ডিপো পরিদর্শন করেন তিনি। কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি মোটের ওপরে ভালোই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলেই সাংবাদিকদের জানান তিনি।

জানা গিয়েছে, যাত্রী পরিষেবা, পরিকাঠামো সহ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের হালহকীকত খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার সকালে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই প্রথমে এনবিএসটিসির বালুরঘাট স্ট্যান্ডে পৌঁছন। সেখানে পরিকাঠামোগত যাবতীয় বিষয়গুলি পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে বালুরঘাট থেকে কোচবিহার ও কলকাতা সহ দূরপাল্লার বাসগুলি সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন। কর্মীদের বেতন পরিকাঠামো সহ অন্যান্য সমস্যাগুলি নিয়েও কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, সব মিলিয়ে এখান থেকে ভালই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। ১০ থেকে ১২ বছর ধরে চাকরি করা অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি না-হওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'এই বিষয়টি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে বিচারাধীন রয়েছে। আশা করছি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

সংস্কারের দাবিতে তিন গ্রামের মানুষের একসঙ্গে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: মাসের পর মাস, বছরের পর বছর প্রশাসনিক দপ্তরে যাওয়ার পরেও হয়নি কোন সুরাহা তাই বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে খোদ রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হল তিন গ্রামের মানুষ। যার ফলস্বরূপ জামুড়িয়া থেকে চাকদোলা মোড় যাওয়ার প্রধান রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয় যান চলাচল।

এদিন মঙ্গলবার সকালে ইকড়া রেলগেটের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ইকড়া, মহীষাবুড়ি ও চণ্ডীপুর গ্রামের বাসিন্দারা তীব্র প্রতিবাদে সামিল হন। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জামুড়িয়া থেকে চাকদোলা মোড় পর্যন্ত যাওয়া প্রধান রাস্তা অবরোধ করে দেন দীর্ঘক্ষণ। রাস্তার দু'পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। দীর্ঘ ক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ তুলে নেই বিক্ষোভকারীরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইকড়া গ্রাম থেকে ইকড়া স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বারবার অভিযোগ ও রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানানোর পরে শুধুমাত্র মিলেছে আশ্বাস, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, জরাজীর্ণ এই রাস্তার কারণে ভোগান্তিতে পড়তে হয় কারখানা শ্রমিক থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্রছাত্রী সকলকে। জরাজীর্ণ

রাস্তার কারণে স্কুলে যেতে চায় না পড়ুয়ারা যার ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ে দিন দিন কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। এমনও অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা।

তারা আরও জানান, 'আমাদের এত কিছু সমস্যার পরেও প্রশাসন এখনো ঘুমিয়ে রয়েছেন তাই প্রশাসনকে জাগানোর জন্যই, আমরা আজ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হলাম। খুব দ্রুততার সাথে যেন আমাদের সমস্যার সমাধান হয়।'

জাল লটারির অভিযোগে ছাপাখানায় হানা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নাগাল্যান্ডের 'ডিয়ার গঙ্গা' লটারির নাম ভাঁড়িয়ে ঝাড়খণ্ড, বিহার,বঙ্গ জুড়ে চলত লক্ষ লক্ষ টাকার জাল লটারি র‍্যাকেট। সেই জালিয়াতির মূল শিকড় মিলল ঝাড়গ্রামের চিঁচিড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরে জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশ চিঁচিড়া বাজারে টানা অভিযানে ধরে ফেলে অভিযুক্ত শেখ সাদেকুল হোক আনসারিকে। অভিযুক্তের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়, লক্ষাধিক টাকার জাল লটারি টিকিট, আধুনিক লটারি ছাপার মেশিন, কাটিং মেশিন, একাধিক কম্পিউটার ও নগদ অর্থ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদেকুল নিজের বাড়িতেই এক প্রকার গোপন ছাপাখানা তৈরি করে বহুদিন ধরে জাল লটারি ছাপাত। আসল ডিয়ার লটারির রেজাল্ট কপি করে প্রতিদিন বাজারে ছাড়তো জাল টিকিট। পুলিশ জানিয়েছেন, এই কারবারে বাইরে আরও কয়েকজন যোগ থাকতে পারে।জামবনি থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই জাল লটারি চক্রটিকে চিহ্নিত করতে গোপনে নজরদারি চালাচ্ছিল। সূত্র যাচাই করে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং লোকাল ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে গোটা

চক্রকে টার্গেট করা হয়। অভিযান সফল হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মাঝে পুলিশের প্রতি আস্থা আরও বাড়ল।

এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারোয়ার বলেন, 'এটি সরাসরি সংগঠিত আর্থিক প্রতারণা। বৈধ লাইসেন্স, কাগজপত্র কোনওটাই নেই। জাল লটারি ছাপানো, বিক্রি করা, উভয়ই গম্ভীর দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছি এবং এই র‍্যাকেটের পেছনে থাকা প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনব। তদন্ত আরও বিস্তৃত হচ্ছে।' অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ মনে করছে, এই গ্রেপ্তারি বৃহৎ জাল লটারি নেটওয়ার্ক ভাঙার প্রথম ধাপ। জামবনি থানার পুলিশের এই সাফল্যে খুশি স্থানীয় মানুষ।

মৌলবির আজান আর হিন্দুর মন্ত্র উচ্চারণে ঐতিহ্যের কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মুসলমান মৌলবির আজান আর হিন্দুর মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের কালীপুজো অনুষ্ঠিত হল কালনায়। প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন প্রথা মেনে দেবী কালীর আরাধনা হয়ে আসছে পূর্ব বর্ধমানের কালনার নাদন ঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের নিংড়া গ্রামে। শ্যামাপূজা বা রক্ষাকালীর এই পুজোকে ঘিরে মাতোয়ারা হন ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজনের আয়োজনে বছরের পর বছর হওয়ার আসছে পুজো।

জানা গিয়েছে, একসময় এই

এলাকায় কলেরা মহামারির আকার ধারণ করেছিল। সেই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন যৌথভাবে রক্ষা কালী পূজার সূচনা করেন। উভয় ধর্মের মানুষজন তাদের মতো করে প্রার্থনা জানান গ্রাম রক্ষার জন্য । তৎকালীন সময় থেকেই এই পুজো হয়ে আসছে এলাকায়। মন্দির

চত্বরে এসে মুসলিম মৌলবি আজান দেন, পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণ করেন। আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরাও তাদের মত করে পুজো করে প্রসাদ বিতরণ করেন। কালীপুজোর প্রাক্কালে মুসলিম অধ্যুষিত পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি চাল সংগ্রহ করা হয়। মুসলিম পরিবার থেকে সংগৃহীত সেই চাল বিক্রি করে এলাকার দোকান থেকে বাতাসা, গজা, পাটালি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। মুসলিম মৌলবি মন্দিরের সামনে এসে আজান দেওয়ার পর সেই প্রসাদ বিলি করেন। তারই কিছুটা অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের প্রসাদের সঙ্গে মিশিয়ে একত্রিত ভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। আর তাকে ঘিরে মাতোয়ারা হন এলাকার বাসিন্দারা। এই প্রথা বহু বছর ধরে চলে আসছে এলাকায়।

সীমান্তরেখায় ফের সক্রিয় পাক জঙ্গিরা

‘সিঁদুরের’ হুঁশিয়ারি বিএসএফের

শ্রীনগর, ২ ডিসেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরকে অশান্ত করতে ফের সক্রিয় পাক জঙ্গিরা। ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণ রেখার ৬৯টি লঞ্চপ্যাডে ঘাঁটি গেড়েছে অন্তত ১২০ জন জঙ্গি। সুযোগ খুঁজছে অনুপ্রবেশের। সোমবার এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন কাশ্মীর সীমান্তে বিএসএফের আইজি অশোক যাদব। ওই সন্ত্রাসীদের উপর কড়া নজর রাখার পাশাপাশি তাঁর হুঁশিয়ারি, পাকিস্তান যদি ফের অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করে তবে অপারেশন সিঁদুরের পরবর্তী ধাপ শুরু হবে।

পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, পাকিস্তান যদি কোনওরকম বাড়াবাড়ি করে তবে কড়া জবাব দিতে দ্বিতীয়বার ভাববে না ভারত। অপারেশন সিঁদুরের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়ে যাবে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিএসএফের আইজি বলেন, ‘আমাদের জি ইউনিট এলওসি বরাবর ৬৯টি জঙ্গি ঘাঁটির উপর কড়া নজর রেখেছে। ওই অঞ্চলে ১২০ জন জঙ্গি ওঁত পেতে রয়েছে অনুপ্রবেশের জন্য। এছাড়া নিকটবর্তী জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিও আমাদের নজরে আছে।’ শুধু তাই নয়, অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফের সাফল্যে কথা তুলে ধরে বলেন, চলতি বছর বিএসএফ ও সেনার যৌথভাবে চারবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। এই অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ৮ জঙ্গির। এটি ছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর অংশ, যা চলতি বছরে বিএসএফ-এর বড় সাফল্য।

এর পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরে বিএসএফ কর্তা বলেন, পহেলগাঁও হামলার জবাবে ৭ থেকে ১০ মে পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিএসএফ পরিচালিত অপারেশন সিন্দুর পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলির ব্যাপক ক্ষতি করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের ফায়ারিং রেঞ্জকে নজরে রেখে পাকিস্তান তাদের বেশ কয়েকটি লঞ্চ প্যাড পিছিয়ে নিয়েছে। তারপরও আমাদের নজরদারিতে কোনও খামতি নেই। প্রযুক্তি, ড্রোন নজরদারি, সেন্সর এবং নাইট-ভিশন মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে নজরদারি।

উত্তরপ্রদেশে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ঝলসে মৃত ৩

লখনউ, ২ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। বাস এবং ট্রাকের সংঘর্ষে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন যাত্রীর। আহত হয়েছেন আরও ২৪ জন। দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক ট্রাকের চালক। সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ট্রাকটি।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে বাসটি সোনাউলি থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। বাসযাত্রীরা প্রত্যেকেই ছিলেন নেপালের নাগরিক। অন্যদিকে, শীতের পোশাক বোঝাই ট্রাকটি অসমের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ফুলওয়ারিয়া সেতুর কাছে আচমকা বাস এবং ট্রাকটির সংঘর্ষ হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই বাসটি একটি ‘হাই টেনশন’ তারের সংস্পর্শে আসে। তারপরই শর্ট সার্কিট হয় এবং আগুনের গ্রাসে চলে যায় গোটা বাসটি।

বিকট শব্দ এবং যাউত্রীদের আর্তনাদ শুনে সেখানে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। প্রাণ বাঁচাতে বাসের জানলা ভেঙে বেরোন যাত্রীরা। তবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন জন যাত্রীর। আহত হয়েছেন ২৪ জন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক। ফলে তাঁদের অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে ফোনে আশ্বাস মোদীর

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাণ্ডবে লন্ডভন্ড শ্রীলঙ্কা। ইতিমধ্যেই দ্বীপরাষ্ট্রে অন্তত ৩৩০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ‘অপারেশন সাগরবন্ধু’র মাধ্যমে ভারতীয়দের সকলকে শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে বিপুল ত্রাণ পাঠানোরও ব্যবস্থা করছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সবরকমভাবে পাশের থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

সোমবার দিশানায়েকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মোদী। দুর্যোগের জেরে শ্রীলঙ্কায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন, এই সংকটের মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে রয়েছে ভারত। অন্যদিকে, বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ ত্রাণ পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। কঠিন সময়ে ভারত যেভাবে সহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দিশানায়েক। শ্রীলঙ্কায় এই দুর্যোগের পরই মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন। সবরকমভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। এবার দ্বীপরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি ফোনে কথা বললেন।

জীবিত ইমরান, জেলে দেখা করলেন বোন

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বর: অবশেষে জেলবন্দি ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন বোন উজমা খান। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন উজমা। কিছুক্ষণ পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন ইমরানের বোন। পাক সংবাদপত্র দ্য ডন সূত্রে খবর, আদিয়ালা জেলে বেশ কয়েকজন পিটিআই সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে ইমরানের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁর বোন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই ইমরানপুত্র কাশিম জানান, ‘বাবা নিরাপদে আছেন কিনা, আহত হয়েছেন কিংবা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা এটা জানতে না পারা এক প্রবল মানসিক অত্যাচার। ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছি না। আমাদের সবচেয়ে বড় ভয়, অপরিবর্তনশীল কিছু আমাদের থেকে লুকনো হচ্ছে কিনা।’

গত ২৫ দিন ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পায়নি পাকিস্তানবাসী। তিনি কেমন আছেন, আদৌ বেঁচে রয়েছেন কিনা, সেই নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় জনমানসে। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার কার্যত আলটিমেটাম দেন ইমরানের দল পিটিআই সদস্য-সমর্থকরা। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ও আদিয়ালা জেলের বাইরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয় তারা।

পাকিস্তানের আধাসেনা শিবিরে ফিদায়েঁ হামলায় মৃত ৬

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বর: বালোচিস্তানে পাক আধাসেনার সদরদপ্তরে আত্মঘাতী হামলা চালাল এক মহিলা। তিনি বালোচ লিবারেশন আর্মির সদস্য ছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই হামলার পরই আধাসেনার সদরদপ্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে আরও কয়েকজন বিদ্রোহী। তারপরই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে শুরু হয় গুলির লড়াই। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন বিদ্রোহীর।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে চাঙ্গাই জেলার নোকুন্ডিতে ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি)-এর সদরদপ্তরের প্রধান ফটকের সামনে আত্মঘাতী হামলা চালান ওই বালোচ মহিলা। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। হামলার ঠিক পরই আরও কয়েকজন বিদ্রোহী সদরদপ্তরের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। তখনই বাধা দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। শুরু হয় গুলির লড়াই। দীর্ঘক্ষণ গুলিবৃষ্টি চলার পর অবশেষে মৃত্যু হয় ৬ জন বিদ্রোহীর। তবে ঘটনায় আধাসেনার জওয়ানদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, আত্মঘাতী ওই বালোচ মহিলার নাম জিনাতা রফিক। ইতিমধ্যেই তাঁর একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে।

ময়দান

রায়পুরে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে ভারতীয় দল, প্রথম একাদশে ঢুকতে পারেন ঋষভ পন্থ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাঁচিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনার রেশ ছড়িয়ে ছিল। তীব্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ধোনির শহরে শেষমেশ ভারত ১৭ রানে হারায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে ১-০ এগিয়ে থেকে এবার সিরিজ হাতে তুলে নেওয়ার পথে বড়সড় সুযোগ কেএল রাহুলদের সামনে।

সামনে রায়পুরের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ, যেখানে জয় মানেই সিরিজ পকেটে পুরে নেওয়া। এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে এখন রায়পুর জুড়ে প্রস্তুতির ঢেউ। ইতিমধ্যেই ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা, উভয় দল শহরে এসে পৌঁছেছে। শহিদ বীরনারায়ণ সিংহ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামেই আয়োজিত হবে প্রতীক্ষিত সংঘর্ষ। এই স্টেডিয়ামে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়নি। মাত্র দু'টি ম্যাচেই খেলেছে ভারতীয় দল। প্রথমটিতে নিউ জিল্যান্ডকে মাত্র ১০৮ রানে গুটিয়ে দিয়ে ভারত ২০ ওভারের মধ্যেই ৮ উইকেটে জয় পেয়েছিল। অন্য ম্যাচটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি, যেখানে ভারত জিতেছিল ২০ রানে। তাই রায়পুরে ভারতের রেকর্ড শতভাগ, দুই ম্যাচে দুই জয়। এবার নজর থাকবে ভারত কিনা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনে তিন করতে পারে ? তবে তার জন্য

লড়াই যে সহজ হবে না তা স্পষ্ট। কারণ এই মাঠের পিচ একেবারেই অতিরিক্ত ব্যাটিং সহায়ক নয়। বরং ভারসাম্যপূর্ণ পিচে স্পিনার এবং পেসার, উভয়েরই পর্যাপ্ত সাহায্য মিলবে। ফলে বুধবারের ম্যাচে আরেক দফা টানটান ব্যাট-বলের লড়াই দেখার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, এই ম্যাচে ভারতীয় দল নিজেদের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙবে কি? রাঁচিতে জয় পাওয়া দলই কি নেমে আসবে? বিশেষজ্ঞদের মত, পরিবর্তন হলেও সেটি একটিই হতে পারে। ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে রায়পুরে ঋষভ পন্থের কামব্যাক ঘটার জোর সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও শেষ সিদ্ধান্ত নেবে দল ব্যবস্থাপনা। সিরিজ নিশ্চিত করাই লক্ষ্য, তাই রাহুল-কোহলিরা ঝুঁকি কম নেবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে বর্তমানে আত্মবিশ্বাস প্রবল। তার আগে রায়পুরে পৌঁছে দলের তারকাদের ঘিরে দেখা গেল এক আবেগঘন দৃশ্য। হোটেলে ঢুকতেই বিরাট কোহলিকে ঘিরে ধরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে একদল শিশু। প্রত্যেকের হাতেই ছিল লাল গোলাপ। তারা ফুল এগিয়ে দিতেই হাসিমুখে তা গ্রহণ করেন কোহলি।

তাদের প্রতি তাঁর উষ্ণ প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দেয়, মাঠে যতই যোদ্ধার মতো রুক্ষ হন, ব্যক্তিগত মুহূর্তে আবেগকে তিনি গুরুত্ব দেন। কচিকাঁচাদের এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। ভিডিও প্রকাশ হতেই ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন দেখা যায়, ৩৭ বছর বয়সেও কোহলি আজও ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু, কিংবদন্তির মর্যাদায়। বুধবারের ম্যাচ শুধু সিরিজ জয়ের নয়, আরও বড় কিছু। ভারত চাইবে নিজেদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে, বিশ্বকাপে সাফল্যের পর আবারও শক্তির প্রমাণ দিতে। দক্ষিণ আফ্রিকাও সমানে লড়াই করবে সিরিজে ফিরতে মরিয়া হয়ে। তবে

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরি করা খেলোয়াড় বৈভব সূর্যবংশী

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার কলকাতায় বিহার এবং মহারাষ্ট্রের মধ্যে গ্রুপ-পর্বের ম্যাচে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে বৈভব সূর্যবংশী তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি করেন। ১৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে সেঞ্চুরি করেন, ৫৮ বল খেলে সাতটি চার এবং সমান ছক্কা হাঁকান।

২০২৫ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মরসুমে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই সর্বকনিষ্ঠ টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটি দখল করে রেখেছেন। সূর্যবংশী, যিনি

শেষ কয়েকটি ম্যাচে ১৪, ১৩ এবং ৫ রানের কম স্কোর সহ সংক্ষিপ্ত রান-খরার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তিনি এর আগে ৩৪ বলে টুর্নামেন্টের প্রথম ফিফটি করেছিলেন। বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান ৬১ বলে ১০৮ রানে অপরাজিত থাকেন, যার ফলে বিহার ২০ ওভারে তিন উইকেটে ১৭৬ রান করে।

সোমবার থেকে শুরু হল অশোক রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ন্যাশনাল ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দিনেও জমজমাট অশোক রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ন্যাশনাল ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ।সোমবার থেকে শুরু হয়ে এই প্রতিযোগিতা চলবে ১১ তারিখ পর্যন্ত । অংশ নিয়েছেন প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী। কী কী চমক থাকছে এই টুর্নামেন্টে?ব্রিজের ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্ট এই রুইয়া গোল্ড কাপ। একটা সময়ে তারকা ব্রিজ প্লেয়ারদের দক্ষতার পরিমাপ করা হতো, কে কতগুলি রুইয়া গোল্ড কাপ জিতেছেন, তা দিয়ে। এখন সেই জনপ্রিয়তা কিছুটা কমলেও টুর্নামেন্টের ঐতিহ্য কমেনি একটুও। সোমবার লেডিস পেয়ার্স ইভেন্ট দিয়ে শুরু হল এই টুর্নামেন্ট। ২ তারিখ থেকে শুরু হবে সিনিয়র টিম ইভেন্ট, সেখানে অংশ নেবেন ষাট বছরের বেশি বয়সি প্রতিযোগীরা। ৩ তারিখ থেকে শুরু হবে মিক্সড পেয়ার্স ইভেন্ট। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন টুর্নামেন্টে। প্রাইজ মানির ক্ষেত্রেও রয়েছে চমক। মোট ১১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে পুরস্কারমূল্য হিসেবে।

অংশ নিয়েছেন প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী

ধ্যানচাঁদ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফুটবলার সাব্বির আলিকে সংবর্ধনা জানাল হার্ভার্ড হাউস স্পোর্টস

উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মঈন বিন মাকসুদ, রাবিয়া মঈন ও ক্রিকেট কোচ সত্রাজিৎ লাহিড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মঈন মাকসুদ। লন্ডন ও কলকাতা দুটো জায়গাতেই খেলাধুলোর উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য। কিছুদিন আগেই ও বিসিসিআই-এর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় রঘুরাম ভাটকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন তারা এবার ধ্যানচাঁদ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফুটবলার সাব্বির আলিকে সংবর্ধনা জানালেন তাঁরা । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াসংগঠক তথা হার্ভার্ড হাউস স্পোর্টস-এর প্রাণপুরুষ ডক্টর মঈন বিন মাকসুদ ও রাবিয়া মঈন ওক্রিকেট কোচ সত্রাজিত লাহিড়ি । এদিন মঈন বিন মাকসুদ জানান ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নের জন্য সাব্বির আলি যেভাবে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন তার জন্য তাকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল। হার্ভার্ড হাউস-এর পক্ষ থেকে এই সম্মান পেয়ে উচ্ছসিত সাব্বির আলি,ধন্যবাদ জানালেন ডক্টর মঈন বিন মাকসুদ ও রাবিয়া মঈন কে ।

৬২ বছর বয়সে প্রয়াত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান রবিন স্মিথ: ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান রবিন স্মিথ ৬২ বছর বয়সে মারা গেলেন, মঙ্গলবার ইংলিশ কাউন্টি দল হ্যাম্পশায়ার ঘোষণা করেছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে ৬২টি টেস্ট খেলা স্মিথ সোমবার অস্ট্রেলিয়ায় অপ্রত্যাশিত ভাবে মারা যান, যেখানে তিনি থাকতেন, তাঁর পরিবার জানিয়েছে। হ্যাম্পশায়ার ক্রিকেট কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে স্মিথের পরিবার জানিয়েছে, ‘গভীরতম এবং গভীর শোক ও ক্ষতির অনুভূতির সঙ্গে আমরা হ্যারিসন এবং মার্গাক্সের প্রিয় বাবা এবং ক্রিস্টোফারের প্রিয় ভাই রবিন আর্নল্ড স্মিথের মৃত্যু ঘোষণা করছি।’

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIQ No.-02-APAS/KATA/2025-26 of 15th F.C Memo No.:-212/KATA/2025-26, Date:- 01-12-2025.** by the Prodhan, **KATABARI GRAM PANCHAYAT.** Date & time of publication of e-NIT **02/12/2025 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid **08/12/2025 UP TO 02:00 P.M.** Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৮.১১.২০২৫। ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪৬-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ ''ডিইএন/III/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্টের অধীনে দেবগ্রামে প্ল্যাটফর্ম নং-১ এবং আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নং-২/৩-এর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ''। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,২০,১২,৭২৭.৫৯ টাকা। ইএমডি ঃ ২,১০,১০০ টাকা। ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪৭-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ ''ডিইএন/III/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্টের অধীনে রেজিনগর (প্ল্যাটফর্ম-১ এবং আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-২/৩), জিয়াগঞ্জ (প্ল্যাটফর্ম-১), ভগবানগোলা (প্ল্যাটফর্ম-১ এবং প্ল্যাটফর্ম-২)-এর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ''। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৮১,৬৯,৫৭২.২২ টাকা। ইএমডি ঃ ২,৯০,৯০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা ঃ উভয়ের জন্য ০৮ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ উভয়ের জন্য ২৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ উভয়ের জন্য ২৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-280/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.: SAINTHIA,DIST.:BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO: WBMAD/SM/Engg.Sec/APAS/15 of 2025-26
The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -
Supply, Delivery and fixing High Mast Pole with LED High Mast Light, Supplying and Erection Tubular with LED street lights, Supply and installation with GI octagonal pole with LED Light in different ward under Sainthia Municipality.
Tenders Submission closing date: -
1) 31.12.2025 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. Q. No. 03/WS/AMRUT/Eng/2025-26
Dt. 09-04-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Pathar pratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 503/SGP/Tied/2025** Dated **03/12/2025** within the GP area. The last bid submission date is **26/12/2025 till 11.00 A.M.**
For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Sridhanrnagar G.P

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Installation of 3 nos. steel tubular poles and 6 nos. Street lights (using 9 mtr steel tubular pole) at Sector 2C, Cultural Club Playground under Ward No.-27 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/429(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_964629_1 ● Est. Amt: Rs. 3,09,851.00
2) Name of the Work : Renovation of shed at Sector 2C Cultural Club, Ward No.-27 under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/429(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_964629_2 ● Est. Amt: Rs. 2,23,448.00
Last Date : 31.12.2025 upto 11:00 a.m.
For details : wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, DMC

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting e-auction for sale of iron scrap materials within Raghunathpur Municipality (with Corrigendum Notices).

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	02.12.2025	2.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	02.12.2025	2.30 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	10.12.2025	05.00 P.M.
4.	Documents approval start	10.12.2025	05.05 P.M. onwards
5.	Document approval end	12.12.2025	06.00 A.M.
6.	Auction start date	13.12.2025	10.00 P.M
7.	Auction end date	13.12.2025	upto 2.00 P.M

Auction ID: 2025_WB_5208
For more details Please log on to www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

পাব্বারের উৎস সন্ধানে

বলরাম মহান্ত

পাব্বার হিমাচল প্রদেশের একটি পবিত্র নদী। যা চন্দ্রনাহান হিমবাহ তথা চন্দ্রনাহান হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শতদ্রু নদীতে মিশেছে। চন্দ্রনাহান হ্রদ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হয়। হ্রদটিকে সাগর পর্বতের উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী অনেকে বিশ্বাস করেন এটি নাগ দেবতার বাসস্থান। আবার এই হ্রদের পবিত্র জলে স্নান করলে পুন্য প্রাপ্তি হয়। অন্যদিকে চন্দ্রনাহান হ্রদে পৌঁছাতে হয় জাঙ্গলিক গ্রাম থেকে ১৫ কিমি কঠিন পার্বত্য পথ পায়ে হেঁটে। যাত্রাপথের চারিদিক সীমাহীন নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিরাজমান। যার আকর্ষণে প্রতি বছর অসংখ্য পর্বত-প্রেমী এখানে আসেন।

বিজয়া দশমী, উমা ফিরে যাবেন কৈলাসে। মন বেশ ভারাক্রান্ত, মাকে প্রণাম জানিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। জনা-দশেক বন্ধু মিলে আগেই ঠিক করেছিলাম পুজোর ছুটিতে বুড়ান ঘাঁটি ও চন্দ্রনাহান ট্রেক করবো। সেই লক্ষ্যে হাওড়া থেকে রাত্রি ৯.৫৫ মিনিটে নেতাজী এক্সপ্রেসে উঠে পড়লাম। যখন ট্রেন কালকা স্টেশন ঢুকছে তখন ভোর হয়ে এসেছে, চারিদিকে তখনও বেশ অন্ধকার। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট গুলো জ্বলছে, চারিদিক নিস্তব্ধতা। কালকা স্টেশনটি বেশ ফাঁকা ফাঁকা ও মনোরম। এখান থেকেই সকাল ৫ টা ৪৫-এ আমাদের সিমলা যাবার টয়ট্রেন শিবালিক এক্সপ্রেস। হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় আমরা স্টেশনে নেমে একটু জিরিয়ে নিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে শিবলিক এক্সপ্রেস প্লাটফর্মে পৌঁছল। আমাদের সমস্ত লটবহর গুছিয়ে চেপে বসলাম টয় ট্রেনে। পু-উ-উ, ঝিক-ঝিক শব্দে পাহাড়ের আঁকে-বাঁকে পাইন বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলো টয়ট্রেন। ট্রেনের খোলা জানালা দিয়ে দু-চোখ ভ'রে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। এভাবে যে কখন সিমলা পৌঁছলাম ঠিক মনে নেই।

৪ অক্টোবর। শিমলায় রাত্রিযাপন। খুব সকাল-সকাল উঠে যাত্রা শুরু করতে হবে জাঙ্গলিক গ্রামের উদ্যেশ্যে। শিমলা থেকে গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। ওখান থেকেই শুরু হয় বুড়ানঘাঁটি ও চন্দ্রনাহান ট্রেকিং। আমাদের লোকাল গাইড আশিষ নেগী-র সঙ্গে ফোনালাপ হলো। উনি বললেন কাল খুব সকাল সকাল গাড়ি প্রস্তুত থাকবে। সেই মতো আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুয়ে পড়লাম।

পূর্ব পরিকল্পনামতো সকাল-সকাল উঠে সবাই আমরা প্রস্তুত। কিন্তু গাড়ির দেখা নেই। ফোন করলাম ড্রাইভার দিপকজিকে। ও-বাবা! উনি তো এখনো ঘুমোচ্ছেন। অবশ্য আশ্বাস দিলেন 'খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছাচ্ছি।' অগত্যা সকলেই বসে রইলাম। প্রায় এক ঘন্টা বাদে সিমলা পুরনো বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালো আমাদের ট্রাভেলার গাড়ি। আমরা দশজন মালপত্রসহ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। গাড়ি ধীর গতিতে চলতে শুরু করল। কুফরি-থিয়ং হয়ে দুপুর দেড়টা নাগাদ পৌঁছলাম হাটকোঠি। এখান থেকে পাব্বার নদীর ধার ধরে রহরু-চিরগাঁও হয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম জাঙ্গলিক।

পৌঁছানোমাত্র হোমস্টে-মালিক সঞ্জয়জি আমাদের স্বাগত জানালেন। সামান্য চা-পান করে আমরা এই গ্রামকে আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়লাম। যেন প্রেমেন মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার''। যাইহোক, বিকেল পাঁচটা বাজলেও দিনের আলো তখনও বেশ জ্বলজ্বল করছে। সামনেই দেখতে পাচ্ছি জাখ-দেবতা মন্দির। মন্দিরটি হিমাচলী পাথর ও কাঠ দ্বারা নির্মিত বহুতল। মন্দিরের সামনে হরিণ ও অন্যান্য পশুর সিং ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজমান। পাশে শীতকালীন শস্য মজুদের ঘর। এই গ্রামে আরও কয়েকটি পাথর ও কাঠ নির্মিত মন্দির রয়েছে। গ্রামটির চারিদিকে প্রচুর আপেল বাগান, লাল ও সবুজ আপেল গাছে ঝুলে রয়েছে। যা খুবই দৃষ্টি নান্দনিক। গ্রামটির কোলাহলহীনতা, দূরে তুষার শুভ্র গিরি পর্বত, নিচে প্রবাহমান পাব্বার নদী, পাশে সবুজ পাইন বনের জঙ্গল সঙ্গে স্থানীয় মানুষের আতিথেয়তা , সব মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর, মোহময় পরিবেশ।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। বেশ শীত-শীত লাগছে। শোয়েটার-কম্বল নিয়ে সকলে ঘরে ঢুকে পড়লাম। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সঞ্জয়জি খবর দিলেন নৈশাহার প্রস্তুত। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। কাল ৬ অক্টোবর। আমাদের ট্রেক শুরু করতে হবে। মনে আশঙ্কার মেঘ জমে উঠল। ভাবছি 'কালকে থেকে কি শুরু করতে পারব?' আশঙ্কা আরও দৃঢ় হচ্ছে, আমাদের যাত্রাপথে গাইড হিসেবে আশিষজির থাকতে না পারাটা। আশিষজির সুমিত ও পীযূষ নামে দুইজন, আমাদের গাইড হিসেবে কাজ করবেন।

সে তো নয় হলো, কিন্তু বৃষ্টি যে থামতে চায় না। সঞ্জয়জি বললেন 'বৃষ্টি এভাবে হতে থাকলে কাল ট্রেক শুরু করা যাবে না।' রাত্রি পেরিয়ে সকাল হলো। তখনও ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। মনে মনে আমরা সংকল্প নিয়েই রেখেছি , একটু অপেক্ষার পর আবহাওয়া ভালো না হলেও রেনকোট পড়ে বেরিয়ে পড়বো। যাই হোক সকাল ন'টার দিকে বৃষ্টি একটু থামলো। আমরা আর দেরি না করে সকালের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমাদের পৌঁছাতে হবে দেয়ারা থাচ। স্থানীয় ভাষায় 'থাচে'র অর্থ তৃণভূমি। প্রায় ৭ কিলোমিটার আজ পদযাত্রা করতে হবে। পিঠে ব্যাগ হাতে ট্রেকিং স্টিক নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম।

জাঙ্গলিক গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ধীরে ধীরে আমরা এগোতে থাকলাম। দুপাশের বাড়িগুলো পাথর ও কাঠ দ্বারা খুব সুন্দর ভাবে নির্মিত। রাস্তার দুইধারে মাঝে-মাঝে গাছের ডালে, ঘরের বারান্দায়, ছাদে ঘাস ঝোলানো রয়েছে। গাইডকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম শীতকালে যখন প্রচুর তুষারপাত হয় তখন পশুদের খাদ্য হিসেবে এই ঘাস গুলি ব্যবহার করা হয়। গ্রামটি পার করে যখন আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করছি ঠিক তখন শুরু হল আবার বৃষ্টি। ঝটপট সকলে রেনকোট পড়ে নিলাম এবং হাঁটতে শুরু করলাম। একজন গাইড সামনে, আমরা দশজন মাঝে এবং পিছনে আরেকজন গাইড ; এভাবে আমরা জঙ্গলের পথে হাঁটতে শুরু করলাম। নির্জন জঙ্গলে বৃষ্টির টুপ-টাপ শব্দ, ছোটোছোটো ঝর্ণা এক মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি। এ প্রকৃতি আমার কাছে নতুন। কিছুদূর হাঁটার পরে মোবাইল নেটওয়ার্ক একেবারে চলে গেলো। বাড়িতে বলে দেয়া হয়েছে এ ক'দিন মোবাইলে পাওয়া যাবে না। কারণ এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক আর কাজ করবে না। যাইহোক, দু'ঘণ্টা জঙ্গলের

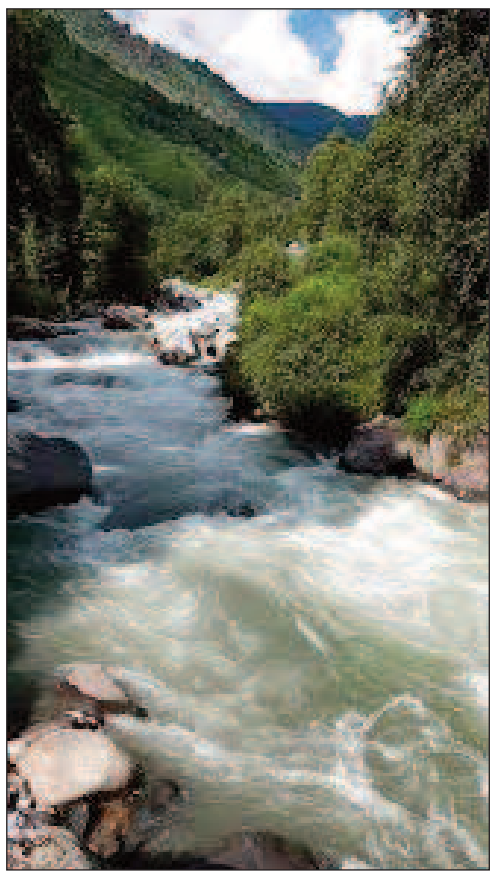

ভিতরে চলার পরে ছোট্ট একটি ধাবা দেখতে পেলাম। এখানে একটু ম্যাগি এবং চা খেয়ে বেশ আনন্দ পেলাম। এমন গহীন জঙ্গলে এরকম ছোট্ট ধাবা পাবো, এটা আমাদের কাছে কল্পনাতীত। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, বৃষ্টি তখনও টুপটাপ পড়ছে। আমাদের পথ অতিক্রম করতেই হবে। একটু জিরিয়ে নেওয়ার পরে আবার রওনা দিলাম। জঙ্গলের পথ কর্দমাক্ত, সেই পথ পেরিয়েই আমাদের যেতে হবে। জামা কাপড় সমস্ত কিছুই ভিজে গেছে। কিন্তু থামলে চলবে না। বেশিক্ষণ বইশ্রাম নিলেও সমস্যা। ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই আবার হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা হাঁটার পরে একটা তৃণভূমির দেখা পেলাম। যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে এবং দৃশ্যমান সবুজ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। এরপর আরও এক ঘন্টা পরে আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছলাম।

ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছি দেওয়ারা থাচ। ছোটোছোটো ক্যাম্পগুলো নজরে আসছে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি এক দিকে পাইন গাছের সারি। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। আজকের লক্ষ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। ঠিক সেই সময় আমাদের স্বাগত জানাতে শুরু হলো তুষারপাত। প্রকৃতির কি অপরূপ লীলাখেলা। সকলই প্রাণ ভরে উপভোগ করলাম। হালকা-হালকা পেঁজা তুলোর মতো তুষারপাত শুরু হলো। মনে হলো, যেন স্বর্গে এসেছি। পাশে অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি ভেড়ার পাল নিয়ে পশুপালকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিনিট কুড়ি হাঁটার পরে আমরা পৌঁছলাম দেয়ারা থাচ। আমাদের গাইড সকলকে টেন্টের ভিতরে যেতে বললেন এবং পোশাক পরিবর্তন করতে বললেন। লক্ষ্য করলাম জামাকাপড় সমস্ত কিছুই ভিজে গেছে। এমনকি পায়ের জুতো মোজা কিছুই আস্ত নেই। তাঁবুতে ঢুকে খুব দ্রুত এগুলো বদলে নিলাম। তা না হলে শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যায়।

বিকেল ৪টা নাগাদ আমারা দুপুরের খাবার খাওয়ার ডাক পড়লো। তাঁবুর বাইরে তখন ব্যাপক তুষারপাত শুরু হয়েছে সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। খাবার খেতে বাইরে যেতে হবে এই ভেবে মনে মনে ভাবছি , একবেলা না খেলেই বা কি হয়। যাই হোক ডাইনিং টেনটে যখন খেতে বসলাম তখন বাইরে প্রায় ৭-৮ ইঞ্চি বরফ জমে গেছে। দ্রুত হাঁটাচলা করতে গিয়ে আছাড় খেলো বেশ কয়েকজন।

সন্ধ্যার সময় গাইড খবর দিলেন, আপার ক্যাম্প - লিথম্, ধুন্দাতে ভয়ংকর তুষারপাত হয়েছে। আমাদের বুরানঘাঁটি বা চন্দ্রানাহান হ্রদ যাত্রা এখন আর হবে না। সকলেই একরাশ হতাশা নিয়ে চুপচাপ তাঁবুতে বসে রইলাম, ভাবলাম এ যাত্রা বোধ হয় এখানেই শেষ।

পরের দিন সকাল। আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হলো না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হালকা তুষারপাত হচ্ছে। মনে একটু সাহস নিয়ে গাইডকে বললাম চলুন না পরের ক্যাম্পে। গাইড উত্তর দিলেন - 'স্যারজি মরনা হ্যায় ক্যায়া? দেখিয়ে সব লোগ উপর সে বাপাস আ র‍্যাহে হ্যায়'। দেখলাম আপার ক্যাম্প লিথ্‌ম থেকে লোকজন নিচের দিকে নামছেন। কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম - গতকাল ও পরশু লিথমে ভয়ংকর তুষারপাত হয়েছে। অনেক তাঁবু বরফের চাপে ভেঙে গেছে। ধুন্দা ক্যাম্পে ও চন্দ্রনাহান হ্রদ দর্শনে দু-তিনদিন কেউ যেতেই পারেননি। ইন্ডিয়া হাইক্স ও অন্যান্য ট্রেকিং কোম্পানি তাঁদের ট্রেকারদের নামিয়ে আনছেন। এসব শুনে মন আরও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। অবশেষে সকলের আলোচনা করে ঠিক করলাম বুড়ানঘাঁটি তো সম্ভব নয়। কিন্তু চন্দ্রানাহান পর্যন্ত কমপ্লিট করেই যাবো। তাতে যদি এখানে আরও দু তিন দিন থাকতে হয় থাকবো।

রাত্রে ঠিক হলো আবহাওয়া সামান্য অনুকূল হলেই সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়বো। গাইড জানিয়ে দিলেন 'যদি কাল যাত্রা করেন - লিথোম চন্দ্রনাহান হয়ে সন্ধ্যার মধ্যে দেয়ারা থাচ ফিরতে হবে, প্রায় ১৬-১৭ কিমি রাস্তা - আপনারা পারবেন তো?' আমরা সকলে সমস্বরে বললাম 'পারব'। এদিকে সকলের ট্রেকিং-সু ভিজে । মনে মনে ভাবলাম যা হয় দেখা যাবে।

পরদিন ৮ অক্টোবর। সূর্যের আলো ফোটার আগেই সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। গাইড সুমিত ও পীযূষকে রেডি হতে বললাম।

হালকা ঊষার আলো পর্বতের চূড়া গুলোতে পড়ছে। চারিদিক সাদা বরফের চাদরে মোড়া দেয়ারা থাচ। গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে, অদূরেই বরফে মোড়া পাইন বন। দূরের একটি তাঁবুতে টিমটিমে আলো জ্বলছে। গাইড ডাক দিলেন - 'স্যারজি চলিয়ে'।

সকলে দুগ্গা-দুগ্গা বলে চলতে শুরু করলাম। জুতো ভিজে থাকার কারণে পায়ে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। কিছুটা হাঁটার পর, একটু ধাতস্থ হলাম। যাইহোক অনেক চড়াই-উতরাই, ঝর্ণা, পাইন বন পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছলাম লিথম। তখন সকাল ১০টা বাজে। ওখানে একটি তাঁবুতে একটু গরম চা খেয়ে একটু শক্তি পেলাম। আবহাওয়া তখনও খুব একটা ভালো নয়। হালকা তুষারপাত হচ্ছে, আকাশে কালচে মেঘের ভেলা। সেকারণে কালবিলম্ব না করে লিথম থেকে রওনা দিলাম চন্দ্রানাহানের উদ্যেশ্যে।

এবারের পথ পুরো খাড়া চড়াই। রাস্তায় একফুট পুরু নরম বরফ জমেছে। লিথমের তাঁবুতে একজন স্থানীয় মানুষের কাছে জানতে পারলাম - দু তিনদিন পর আজ আমরাই প্রথম চন্দ্রনাহান যাচ্ছি। আমরা সারিবদ্ধ ভাবে উঠছি। সামনে গাইড সুমিত রাস্তা বানাচ্ছে। কারণ পুরু বরফের মধ্যে রাস্তা চেনা যাচ্ছে না। তাই গাইড সুমিতের পায়ের ছাপ ধরে ধরে আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন প্রায় ১৩০০০ ফুট উঁচুতে। প্রতি দশ কদম অন্তর থামতে হচ্ছে। কারোর শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। প্রত্যেকের হৃদস্পন্দন বেশ বেড়ে গেছে। বেশি উচ্চতায় এই সমস্যাগুলো হয়। পিছন ফিরে দেখলাম গুরুপদ বোন্ডার জোনে বার বার পা পিছলে পড়ছে।

চোখের সামনে একটি ঝর্ণা। ঝর্ণার ঠিক উপরেই পবিত্র চন্দ্রনাহান হ্রদ। যেখানে চন্দ্রনাহান হিমবাহ মেশে। ওই হ্রদ থেকেই এই ঝর্ণা নেমে আসছে। নিচে যেটা পাব্বার নদী নাম নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আর কিছুটা উঠলেই দেখতে পাবো সেই কাঙ্ক্ষিত অপরূপ দৃশ্য। মনে এক ঝলক আনন্দের লহর বয়ে গেলো। এদিকে অনেক্ষন বরফে চলার পর, পা বেশ কনকন করছে। সামনের ৫০০ মিটার খুব খড়াই, পা পিছলে গেলে রক্ষে নেই, সোজা খাদে। এক-পা, এক-পা করে বেশ কষ্টে অবশেষে পৌঁছলাম লক্ষ্যে।

উপরের নির্মল প্রকৃতির হাতছানি সমস্ত কষ্ট নিমেষে ভুলিয়ে দিলো। দুচোখ ভরে অনেক্ষন ধরে শুধু দৃশ্য-সুধা পান করলাম। সামনে চন্দ্রনাহান হিমবাহ। সাদা কয়েকফুট বরফের চাদরে মোড়া চন্দ্রানহান হ্রদ। এখন থেকে ঝর্ণার জল নিচে পড়ছে। সামনে দুই দিকে দুটি পর্বত শৃঙ্গ। মাঝে নীল আকাশ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে পাথর জমা করে মন্দিরের মতো কয়েকটি আকৃতি আছে। পাথরের স্তুপাকৃতি মন্দিরে সকলে ধুপ জ্বালিয়ে প্রণাম করলাম। কনকনে ঠান্ডা, আমাদের সকলের পায়ে হালকা কনকনে ব্যথ্যা হচ্ছে। সামনের লেকে প্রচুর উঁচু বরফ জমার কারণে আর এগোনো গেলো না। তবে যা দেখলাম তা একেবারেই ভোলার মতো না। এ অনুভূতি মুখে বললেও কম বলা হবে। ভগবানের সবথেকে প্রিয় ফুল - ব্রহ্মকমল। আগস্ট মাসে এই হ্রদের আশেপাশে ফোটে। মন চায় এখানেই অনেকক্ষণ সময় কাটায়। কিন্তু আবহাওয়া প্রতিকূল। আকাশে মেঘ আবার কালো হয়ে এলো। বলতে বলতে শক্ত সাবুদানার মত বরফ পড়তে শুরু করেছে।

তখন দুপুর ১২টা। গাইড বললেন , 'মৌসম খারাব হো রহা হ্যায় স্যারজি, অব নিচে জানা হোগা'। পিছু ফিরে চন্দ্রানাহানকে শেষ বারের দেখে বিদায় নিলাম।

ইতিহাসের ছোঁয়া পেতে

যেতে পারেন কাশিমবাজার

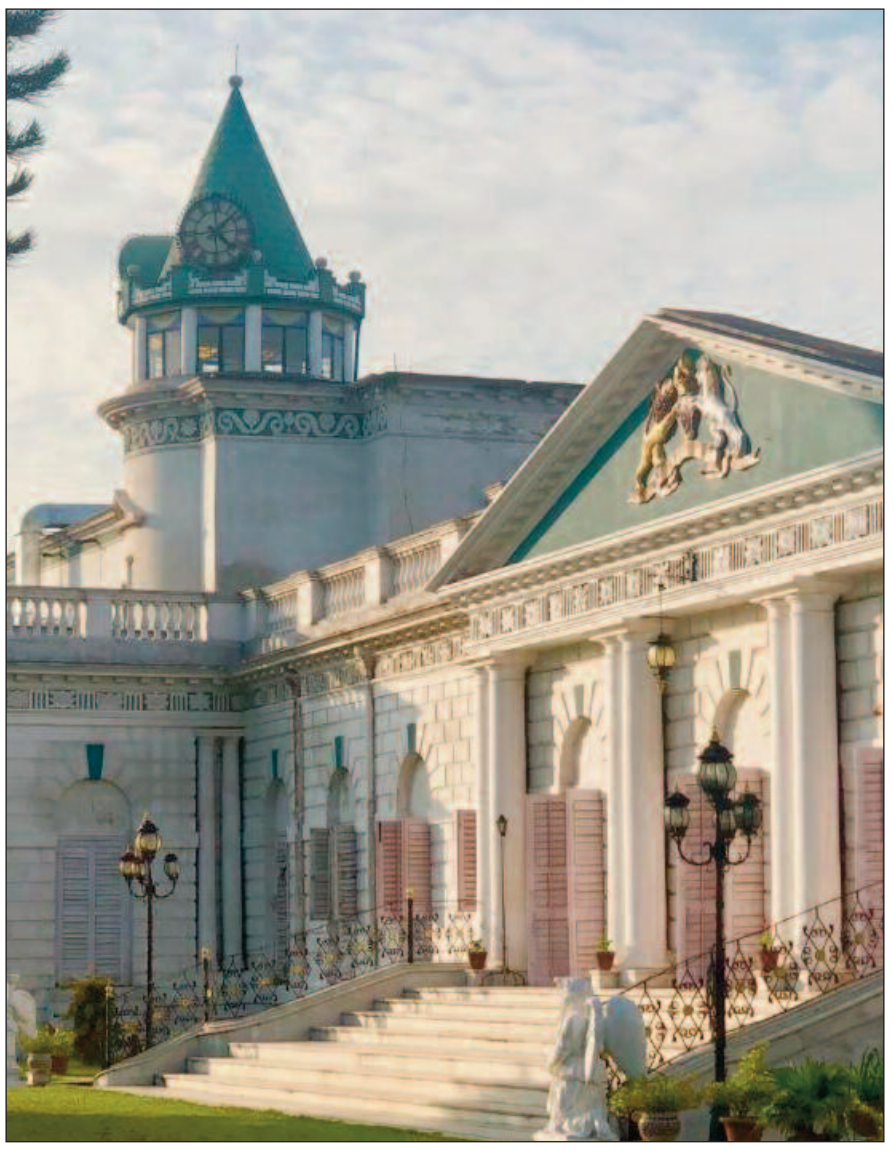

ডাঃ শামসুল হক

হাতে যদি একটু সময় থাকে তাহলে মন চাইলে সেইসময়ের মধ্যে অতি অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন আপনার আমার, সকলেরই ভ্রমণের উপযোগী অতি মনোরম সেই স্থান কাশিমবাজার থেকে। সেখানকার বিখ্যাত দুই রাজবাড়ী, যা সকলের কাছে পরিচিত ছোট-বড় রাজবাড়ী হিসেবেই দেখা মিলবে তাদের এবং সেইসঙ্গে আরও অনেক কিছুর। আর সেইসবের টানেই বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশ বিদেশের পর্যটকরাও ভীড় জমান সেখানে।

একটা ঐতিহাসিক স্থান হিসেবেই পরিচিত সেই দুই রাজবাড়ী। একদা মহারাজ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর চেষ্টায় তৈরি হয়েছিল সেই প্রাসাদ। আর তারই মাধ্যমে তিনি রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন উৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় ও। সেই সৌধ নির্মাণকালে তিনি তার একটা অংশ তৈরি করেছিলেন বেনারসের মহারাজ চৈতি সিংহের রাজপ্রাসাদ থেকে আনা খোদাই করা বিশেষ ধরণের পাথরেরই সাহায্যে। আর সেজন্য তাতে তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল প্রচুর অর্থও।

কাশিমবাজারের দুই প্রাসাদ ভীষণ জনপ্রিয় সব পর্যটকদেরই কাছে। একটা সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিও ছিল এখানে। সতের শতক শুরুর আগের ইতিহাসেও পাওয়া গেছে এই স্থান এবং তাকে কেন্দ্র করে অনেক কথাও । প্রথমে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরাই সেখানে ব্যবসা শুরু করে। আর সেজন্য সেখানে তারা নিজেদের মতো করে তৈরি করে কুঠিও। তারপর হুগলির সপ্তগ্রাম থেকে দলে দলে নতুন লোক ও আসতে শুরু করে সেখানে। থাকতে শুরু করে একেবারে পাকাপাকি ভাবেই। পরে ইংরেজ, ডাচ এবং ফরাসির বিভিন্ন গোষ্ঠীও সেখানে আসে ব্যবসার জন্যই।

সমগ্র কাশিমবাজার এবং তার আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা একসময় বিশেষভাবে পরিচিত ছিল রেশম শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবেই। ছিল হোসিয়ারি এবং হাতির দাঁতের সুন্দর কাজ এবং চিরুনীর জন্যও। আর ব্রিটিশ বণিকদের একাংশ রেশম শিল্পকেই তাদের বানিজ্যের মূল অবলম্বন হিসেবেই বেছে নিয়েছিল। তুঁত গাছের পাতায় আশ্রয় নেওয়া বিশেষ ধরণের কীট, যারা পরিচিত পুলু নামে, তাদের লালা থেকে প্রস্তুত বিশেষ ধরণের যে সুতো দিয়ে তৈরি হত , তার ই নাম রেশমী সুতো। সেই সুতো দিয়েই তৈরি হতো সেই রেশমী শাড়ি, যা ছিল জগত বিখ্যাতও। আর তাতে ফুলে ফেঁপেও ওঠে তারা।

কিন্তু একসময় সেই ব্যবসায় তারা লোকসান খেতে শুরু করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তা বন্ধ ও হয়ে যায়। পরে অবশ্য সরকারী সহায়তায় সেই অঞ্চলের রেশম শিল্প আবার শুরু হয় নতুনভাবে। এখন সেখানে গেলে দেখা যাবে সেই শিল্পের রমরমা অবস্থাও।

জৈন বণিকদেরও আদি বাসস্থান ছিল এই কাশিমবাজারই। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় একসময় এই এলাকার মহাজন টুলিতে তৈরি করা হয়েছিল তাঁদের অতি প্রসিদ্ধ নেমিনাথ মন্দির। মন্দিরের পূর্ব দিকে তৈরি করা হয়েছিল সুন্দর একটা বাগান। পাশে একটা পুকুর ও। কথিত আছে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে সেইসময় তাঁরা সদা সর্বদাই তটস্থ থাকতেন। একবার তাদেরই বড় একটা আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলেন তারা। তখন নিজেদের সঞ্চিত টাকাপয়সা সহ গয়না সব কিছুই তাঁরা ফেলে দিয়েছিলেন সেই পুকুরের জলে এবং সেইভাবেই তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের শেষ সম্পত্তি রক্ষা করারও।

কাশিমবাজার যাওয়ারও তেমন একটা সময়ের অপচয় কিংবা ব্যয়বহুল নয়। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লালগোলা গামী ট্রেন আছে অনেক। চলে এক্সপ্রেস এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনও। তাতে করে পৌঁছানো যায় কাশিমবাজার স্টেশন। তাই শুধু কলকাতাই নয় , কাছাকাছি যে কোন জায়গা থেকে পৌঁছানো যায় সেখানে। নানান স্থান থেকে আছে বাসের যোগাযোগ ও । আছে থাকা এবং খাওয়ার সুব্যবস্থাও। তাই হাতে অল্প একটু সময় পেলেই ঘুরে আসতে পারেন সেখান থেকে। পেতে পারেন বুকভরা আনন্দ এবং দূর করাও সম্ভব হবে জীবনের একঘেয়েমিও।